

২৬ হাজার
চাকরি বাতিল
সংক্রান্ত আদালত
অবমাননার
মামলা, আবেদন
খারিজ হইকোর্টের
দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ
এসএসসি ২৬ হাজার বাতিল
সংক্রান্ত আদালত অবমাননার
মামলার আবেদন গ্রহণ করল না
কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত
জানিয়ে দিল, যেহেতু মামলাটি
সুপ্রিমকোর্টে বিচারার্থিন তাই এই
মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টেই হবে।
৩ এপ্রিল এসএসসি মামলার রায়
যোষণা করেছিল। শীর্ষ আদালত
কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল
রেখে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের
নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। এ
নিম্নে কলকাতা হাইকোর্টে আদালত
অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছিল।
এদিন ওই মামলা খারিজ করে দিল
বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও



বিচারপতি মহম্মদ সাব্বাক রশিদির
ডিভিশন বেঞ্চ। নিয়োগ দুর্নীতি
মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২৬
হাজার (আদতে ২৫,৭৩৫) চাকরি
বাতিলের রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
২০১৬ সালের নিয়োগপ্রক্রিয়ার
পুরো প্যানেল খারিজ নিয়ে কলকাতা
হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি
শীর্ষ আদালত। অযোগ্যদের
পাশাপাশি অনেক যোগ্য শিক্ষকেরও
চাকরি বাতিল হয়েছে। এরপরই
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে
আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছিল,
নতুন করে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন না
হওয়া পর্যন্ত এবং চলতি শিক্ষাবর্ষ
শেষ না হওয়া পর্যন্ত, অযোগ্য বলে
চিহ্নিত না হওয়া শিক্ষকদের কাজ
চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া
হোক। সেই মর্মে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ
দেয় চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের
মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন
করতে হবে। এরপরও রায়ে
পরিবর্তন চেয়ে ইতিমধ্যে মামলা
দায়ের করেছে রাজ্য-এসএসসি, দুই
পক্ষই। তারই প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট
জানিয়ে দিল, শীর্ষ আদালতে মামলা
বিচারার্থিন থাকায় এ নিয়ে কোনও
হস্তক্ষেপ করা হবে না।

প্রত্যাঘাত করবেই
পাকিস্তান!
নিশ্চিত বায়ুসেনা,
হকে ফেলা হল
সব প্ল্যান

নয়াদিল্লি, ৭ মেঃ পাঁচটা প্রত্যাঘাত
করবেই পাকিস্তান। ‘অপারেশন
সিঁদুরে’ আতৈ ঘা লেগেছে
পাকিস্তানের। ভারত দমনা নিতে চায়
পাকিস্তান। এই বিষয়ে নিশ্চিত
ভারতীয় বায়ুসেনাও। তাই প্রস্তুত
তারাও। ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে
উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। সূত্রের খবর,
পহেলগাঁও হামলার প্রত্যাঘাতেই
ভারত পাকিস্তানে ঢুকে ‘অপারেশন
সিঁদুর’ চালিয়েছে। পাক অধিকৃত
কাশ্মীর ও পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি
ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
ভারতের এই আঘাতের সেভাবে
জবাব দিতে পারেনি পাকিস্তান। তবে
এই প্রত্যাঘাত পাকিস্তানে সামরিক
শক্তির থেকে বেশি আত্মবিশ্বাসে
লেগেছে। তাই তারাও পাঁচটা হামলা
চালাতে পারে। এই বিষয় সম্পর্কে
সম্পূর্ণ নিশ্চিত ভারতীয় বায়ুসেনা।
ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে উচ্চ
পর্যায়ের বৈঠক করেছেন দেশের
সবক’টি বায়ুসেনা কমান্ডের কর্তা
এবং শীর্ষ অধিকারিকারা। জানা
গিয়েছে, মূলত ভারতের আকাশ
কীভাবে সুরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে সম্পূর্ণ
মুড়ে ফেলা যায়, সেটাই ছিল
আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। এছাড়াও
পাকিস্তানের দিক থেকে যদি স্ট্রাইক
হয়, তাহলে কোন কমান্ডের কী
দায়িত্ব থাকবে এবং কীভাবে এই
প্রত্যাঘাতে জবাব আকাশ থেকে
আকাশে দেবে, সেটাও কার্যত স্থির
হয়ে গিয়েছে বলে বায়ুসেনা সূত্রে
খবর। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই
নিজেদের অয়ারস্পেস বন্ধ করে
দিয়েছে। সংসদে জরুরি অধিবেশন
ডেকেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ
শরিফ। সব দলকে একজোট থাকার
অনুরোধ করছেন।

অপারেশন সিঁদুর ● পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে মারল ভারত মাঝরাতে লস্কর-জইশদের ন’টা ঘাঁটি ওড়াল ভারত

নয়াদিল্লি, ৭ মেঃ ভারতীয় সেনাবাহিনী
আবারও বুঝিয়ে দিল, সীমান্ত পেরিয়ে
ভারতের ভিতরে সন্ত্রাস ছড়ালে তার জবাব
মিলবেই - এবং তা কঠোর ও নির্ভুলভাবে।
বুধবার রাতে এক অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও
সুনির্দিষ্ট অভিযানে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী
পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে
অবস্থিত অন্তত ৯টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে
সফল হামলা চালিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের
তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে,
এই ফোকাসড স্ট্রাইক ছিল সম্পূর্ণরূপে
সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে, যা গত
কয়েক দশক ধরে ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস
ছড়ানোর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। এই
অপারেশনের পেছনে দীর্ঘদিনের গোয়েন্দা
নজরদারি এবং স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণ ছিল।
প্রতিটি টার্গেট সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা
হয়েছিল, যেখানে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির
ঘাঁটি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অস্ত্র মজুতের জায়গা
এবং অনুপ্রবেশের লক্ষ্য প্যাড ছিল। প্রতিটি
লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে সরাসরি ভারতে সংঘটিত
একাধিক জঙ্গি হামলার সম্পর্ক রয়েছে -
পুলগুয়ামা থেকে শুরু করে পাঠানকোট বা
মুর্ঘাই ২৬/১১-র মতো ভয়াবহ ঘটনাও এর
অন্তর্ভুক্ত। বেছে বেছে ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিতেই
হামলা চালালো হয়। কাশ্মীরের সাধারণ
নাগরিকদের যেন কোনও ক্ষতি না হয়,

সেই জন্য রাতকেই হামলার সময় হিসাবে
বেছে নেয়া বায়ুসেনা, অনুমান
বিশেষজ্ঞদের।
বাছাই করা ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি
মার্কাজ শ্বভান আল্লাহ ঘাঁটি-প্রথম টার্গেট
ছিল পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের
বাহওয়ালপুরে অবস্থিত মার্কাজ শ্বভান
আল্লাহ ঘাঁটি। এটি জঙ্গি জইশ-ই-
মহম্মদের ডেরা। যেখান থেকে তারা
২০১৯ সালে হওয়া পুলগুয়ামা হামলার
ছক কষেছিল।
মার্কাজ তৈবাহ-লস্করদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি
এটি। জঙ্গিদের নিয়োগ থেকে প্রশিক্ষণ সব
চলে এই ডেরাতেই। পাকিস্তানের পঞ্জাব
প্রদেশেই এটি অবস্থিত। ২০০০ সাল থেকে
সেখানে নিরিধায় ‘অপারেশন’ চালাচ্ছে
ভারত।
সর্জল, তেহরা কালান-পাকিস্তানের পঞ্জাব
প্রদেশের নারওয়াল জেলার শাকাগড়ের
অবস্থিত এই ক্যাম্প আসলে জইশ-ই-
মহম্মদ গোষ্ঠীর আরও একটা অন্যতম
ঘাঁটি। এটি সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় এই ঘাঁটি
দিয়ে জঙ্গিরা ভারতে ঢুকে থাকেন।
এমনকি, কোনও হামলার পর তারা চোট
পেলো সবার প্রথমে এখানেই চিকিৎসার
আলো এসে থাকেন।
মার্কাজ আহলে হাদিথ বারনালা-



পাকিস্তানের আওতাধীন আজাদ কাশ্মীরের
ভিমবের এলাকায় তৈরি হয়েছে লস্করদের
এই জঙ্গি ঘাঁটি। সূত্রের খবর, বুয়েরে
হামলার সেটিও পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।
বারনালা হল পাক অধুষিত কাশ্মীরের
উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য তৈরি অন্যতম
কেন্দ্র।
মাশকার রাহিল শহিদ-এটিও পাক

আওতাধীন আজাদ কাশ্মীরেরই অংশ। যা
হিজবুল-মুজাহিদিন জঙ্গি গোষ্ঠীর ভারত
লাগোয়া অন্যতম শাখা।
শাওয়াই নাল্লাহ ক্যাম্প-সংবাদ সংস্থা
এনএআই সূত্রে খবর, ২০০০ সালে এই
ঘাঁটি তৈরি করে লস্কর গোষ্ঠী। মার্কাজ
তৈবাহর মত এখান নিয়োগ কাজ চালনা
করে তারা।
এছাড়াও, আর তিনটি ঘাঁটি যথাক্রমে
শিয়ালকোটে অবস্থিত মেহমুনা জয়া ঘাঁটি,
কোটিলে অবস্থিত মার্কাজ আব্বাস ও
মার্কাজ সায়েদা বিলালেও হামলা চালিয়েছে
ভারত। কিন্তু এই ঘাঁটিগুলি সম্পর্কে
বিস্তারিত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অভিযানে
পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে যে,
সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাস ছড়ালে এবার থেকে
কূটনৈতিক ভাষায় নয়, সরাসরি সেনা
অভিযানের মাধ্যমে তার জবাব দেওয়া
হবে। শুধু পাকিস্তানের মাটি থেকে
সন্ত্রাসবাদ পরিচালনা নয়, পাকিস্তানের
সরকার এবং অইএসআই যদি তা প্রস্রয়
দেয়, তাহলে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও তাদের
বিচ্ছিন্ন করার কৌশল নিতে চলেছে ভারত।
এই অপারেশন ভারতের নতুন নিরাপত্তা
নীতির প্রতিচ্ছবি - সন্ত্রাসের মোকাবিলায়
কোনওরকম আপস নয়, এবং প্রয়োজনে

সীমান্তের ওপারে গিয়েও নিজের জনগণ ও
ভূখণ্ডের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। এই
অভিযান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নিজে
রাতভর নজরদারি চালান। প্রতিটি
পদক্ষেপে তিনি খোঁজখবর নেন ও সেনা
কর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন।
পরের দিন সকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ
সিং তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক
করেন এবং অভিযানের বিস্তারিত রিপোর্ট
নেন। ‘অপারেশন সিঁদুর’ ভারতের সামরিক
ইতিহাসে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।
এই অভিযান শুধু এক প্রতিশোধ নয়, এটি
বিশ্বের কাছে একটি বার্তা-ভারত এখন
আর নীরব দর্শক নয়। যোগাযোগ মাটিতে রক্ত
ঝরাতে, তার জবাব দেওয়া হবে শত্রুর
ঘরে ঢুকে। বিশ্বরাজনীতিতেও এই
অভিযানের প্রভাব পড়েছে। একদিকে
আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের কূটনৈতিক
চাপ বাড়ছে, অন্যদিকে ভারতের অবস্থান
আরও দৃঢ় হচ্ছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে
করছেন, এই অপারেশন ভারতীয় সশস্ত্র
বাহিনীর কৌশলগত ক্ষমতা ও গোয়েন্দা
ক্ষমতা দুই-ই তুলে ধরেছে। শেষ কথা
হল, সিঁদুর শুধু বিশ্বের প্রতীক নয়, এবার
সে হয়ে উঠল দেশের প্রতিশোধের প্রতীক।
ভারত আবার প্রমাণ করল-আঘাতের
জবাব চুপচাপ নয়, গর্জে উঠে দেওয়া হয়।

‘প্যানিক করবেন না’, অমিত
শাহের দফতরের সঙ্গে বৈঠকের
পরই বড় কথা বললেন মমতা



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবেগের
মাঝেই কেন্দ্র নির্দেশ দিয়েছিল
রাজ্যগুলিতে মকড়িলেব। এই
নিম্নে যখন তৎপরতা ছিল তুঙ্গে,
সেই সময় মঙ্গলবার রাতে
‘অপারেশন সিঁদুর’ অভিযান
চালায় ভারতীয় সেনা। এরপর
বুধবার সন্ধ্যাবেলা নবান্ন থেকে
বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেন।
প্যানিক না হওয়ারও বার্তা দেন। এই সঙ্গে বড় কথাও বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী
বলেন, “আজ দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সীমান্ত এলাকার কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর
সঙ্গে বৈঠক করেছে। কী আলোচনা হয়েছে সেটা এখানে বলব না। আমরাও
আজ আলোচনা করেছি। সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে
এই লড়াই করব। এই সময় আমাদের মধ্যে কোনও বিভেদ যেন না হয়।
সবাই আমরা দেশের পক্ষে। মনিটরিং চলবে। চিন্তা করার কোনও ব্যাপার
নেই। প্যানিক হওয়ার ব্যাপার নেই। আগে জানতে পারলে মানুষকে জানাব।
না জানতে পারলে কীভাবে জানাব?” এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বড় বার্তা
দিয়েছেন, এই সময় যেন কেউ বিভ্রান্তিকর খবর না ছড়ায়। তিনি বলেন,
“সব খবর বিশ্বাস করতে হবে না। আর যদি কেউ বিভ্রান্ত করেন তাহলে তাদের
বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার জন্য মিটিংয়ে জানানো হয়েছে। এটা টিআরপি
ব্যক্তোদের সময় নয়। এটা দেশ রক্ষার সময়। দেশ রক্ষার জন্য সেনাদের
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমরা এই কাজ
করছি।” মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আপনারা নিজেরা বলবেন না এই জায়গা আক্রান্ত
হতে পারে। বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন মানুষ আছে তারা দেখবে। আমরা একটা
নম্বর বেব, কিছু দেখলে সেখানে মেসেজ করবেন। কন্ট্রোল রুম
উত্তরকন্যাতেও খোলা হয়েছে।”



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ
প্রতিবাদের মতো এবারও
ফলাফলের নিরিখে উচ্চ মাধ্যমিক
কলকাতাকে টেকা দিল জেলা।
প্রথম দশে মোট ৭২ জন পড়ুয়ার
মধ্যে ৬৮ জনই জেলার। রেখা
তালিকায় কলকাতার মাত্র
চারজন! সেরা দশের মধ্যে হুগলি
থেকে রয়েছেন ১৪ জন পড়ুয়া।
অন্যন্যাবারের মতো এবারেও
দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ
প্রতিবাদের মতো এবারও
ফলাফলের নিরিখে উচ্চ মাধ্যমিক
কলকাতাকে টেকা দিল জেলা।
প্রথম দশে মোট ৭২ জন পড়ুয়ার
মধ্যে ৬৮ জনই জেলার। রেখা
তালিকায় কলকাতার মাত্র
চারজন! সেরা দশের মধ্যে হুগলি
থেকে রয়েছেন ১৪ জন পড়ুয়া।
অন্যন্যাবারের মতো এবারেও

বাংলাদেশ-চিন সীমান্তে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার নির্দেশ, নজর রাখছেন শাহ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন
ভারতীয় সেনার ‘অপারেশন সিঁদুর’-
র পর পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা
বেড়েছে। বিনা প্ররোচনায়
সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে গুলি
চালিয়েছে পাক সেনা। গোলাবর্ষণ
করেছে। জবাব দিয়েছেন ভারতীয়
জওয়ানরা। পাকিস্তান সীমান্তে
নিরাপত্তা আরও জোরদার করা
হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে এই
টানাগোড়নের আবেহ ভারতের পূর্ব
সীমান্তে নিরাপত্তায় যাতে কোনও
ছিদ্র না থাকে, তা নিশ্চিত করতে
নির্দেশ দিল ভারতীয় সেনার সদর
দফতর। ভারতীয় সেনার সদর
দফতরের বক্তব্য, পশ্চিম দিকের
নিরাপত্তা ব্যবস্থা আটকানি করতে
গিয়ে পূর্ব দিকের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে
যেন কোনওরকম ত্রুটি না থাকে।
ভারতের পশ্চিম দিকে পাকিস্তান।

পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশ এবং চিন।
নেপাল এবং ভূটান সীমান্তও রয়েছে।
সবদিকেই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা
করতে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। আধা
গিয়েছে, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব
সীমান্তের নিরাপত্তার ব্যাপারে
যাবতীয় রিপোর্ট দিল্লিতে সেনা সদর
দফতরে পাঠানো হয়েছে। আধা
গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের
বৈসরনে পর্যটকদের উপর হামলা
চালিয়ে ২৬ জনকে হত্যা করে
জঙ্গিরা। ১৫ দিনের মাথায় ভারতীয়
সেনা জঙ্গিদের জবাব দিল।
পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত
কাশ্মীরের ৯টি জায়গায় আঘাত
হানে ভারতীয় সেনা। গুঁড়িয়ে
দেওয়া হয় জঙ্গি ঘাঁটিগুলি। ভারতীয়
সেনার ‘অপারেশন সিঁদুর’
চলাকালীন সীমান্তে গোলাবর্ষণ করে
পাকিস্তান সেনা। বিনা প্ররোচনায়
গুলি চালায়। জবাব দেন ভারতীয়
জওয়ানরা। পাকিস্তানের সঙ্গে
টানাগোড়নের জেরে পশ্চিম
সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও
বড়ানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে
উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্তে
নিরাপত্তায় যাতে কোনও ফাঁক না
থাকে, সেই নির্দেশ দিল ভারতীয়
সেনার সদর দফতর।

সেনা যেখানে যেখানে মোতায়েন
রয়েছে, সেখানকার যাবতীয়
খোঁজখবর রিপোর্ট সহকারে
নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত
শাহ। বুধবার মধ্যরাতে পহেলগাঁওয়ে
জঙ্গি হামলার জবাব দিয়েছে ভারত।

গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের
বৈসরনে পর্যটকদের উপর হামলা
চালিয়ে ২৬ জনকে হত্যা করে
জঙ্গিরা। ১৫ দিনের মাথায় ভারতীয়
সেনা জঙ্গিদের জবাব দিল।
পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত
কাশ্মীরের ৯টি জায়গায় আঘাত
হানে ভারতীয় সেনা। গুঁড়িয়ে
দেওয়া হয় জঙ্গি ঘাঁটিগুলি। ভারতীয়
সেনার ‘অপারেশন সিঁদুর’
চলাকালীন সীমান্তে গোলাবর্ষণ করে
পাকিস্তান সেনা। বিনা প্ররোচনায়
গুলি চালায়। জবাব দেন ভারতীয়
জওয়ানরা। পাকিস্তানের সঙ্গে
টানাগোড়নের জেরে পশ্চিম
সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও
বড়ানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে
উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্তে
নিরাপত্তায় যাতে কোনও ফাঁক না
থাকে, সেই নির্দেশ দিল ভারতীয়
সেনার সদর দফতর।

এবার সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক মোদি
সরকারের, ফের বড় কোনও সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত?

নয়াদিল্লি, ৭ মেঃ ১৫ দিনের
মাথায় পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার
জবাব। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত
কাশ্মীরের একাধিক জঙ্গিঘাঁটি

যডযন্ত্রকারী ছাড়া পাবে না বলে
তখনই হুকুম দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে তিনি
সেনাকে বার্তা দেন, পহেলগাঁওয়ে



গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘অপারেশন
সিঁদুর’-র পর কি আরও কোনও
বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে
কেন্দ্রীয় সরকার? এই নিয়ে নতুন
জল্পনার মধ্যেই আত্মমিলাপ
(বৃহস্পতিবার) সর্বদলীয় বৈঠক
ডাকল কেন্দ্র। গত ২২ এপ্রিল
পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে পর্যটকদের
উপর হামলা চালিয়ে ২৬ জনকে
হত্যা করে জঙ্গিরা। বেছে বেছে
হিন্দু পর্যটকদের উপর হামলা
চালালো হয়। হামলাকারী ও

জঙ্গি হামলার জবাব কখন ও
কীভাবে দেওয়া হবে, তা ঠিক
করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে সেনার।
পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার কড়া
জবাব যে দেওয়া হবে, গত
কয়েকদিনে তা বারবার বুঝিয়ে
দিয়েছিল কেন্দ্র। পাকিস্তানের
বিরুদ্ধে একাধিক কড়া পদক্ষেপ
করা হয়। গত কয়েকদিনে বেশ
কয়েকবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক
করেন প্রধানমন্ত্রী। তারপরেই বুধবার
মধ্যরাতে পাকিস্তান ও পাক

জঙ্গি ঘাঁটিগুলি। এই পরিস্থিতিতে
বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা
হয়েছে। জানা গিয়েছে, ‘অপারেশন
সিঁদুর’ নিয়ে বিরোধী দলগুলিকে
বিস্তারিত জানাতেই এই সর্বদলীয়
বৈঠক ডাকা হয়েছে। সংসদ বিষয়ক
মন্ত্রী কিরণে রিজিজু এক হাউসে
সর্বদলীয় এই বৈঠকের কথা
জানিয়েছেন। পার্লামেন্ট কমপ্লেক্সের
পার্লামেন্ট লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ে এই
বৈঠক হবে। রিজিজু জানিয়েছেন,
সকাল ১১টা বৈঠক শুরু হবে।

ভার্চুয়ালি ‘মুখোমুখি’ মমতা-শাহ, সঙ্গে আরও
মুখ্যমন্ত্রী, এরপর কী সিদ্ধান্ত হতে চলেছে?

নয়াদিল্লি, ৭ মেঃ ভারতীয় সেনার
‘অপারেশন সিঁদুর’-র পর সীমান্ত
সুরক্ষা নিয়ে আরও তপস্বী কেন্দ্র।
পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে
একাধিক জঙ্গিঘাঁটি ভারতীয় সেনা
গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর সীমান্তবর্তী
একাধিক রাজ্যের সঙ্গে বৈঠকে
বসলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত
শাহ। তাঁর সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকে
ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক রাজ্যের
মুখ্যমন্ত্রী। ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে
সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির ডিজিপি-রা
ছিলেন। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার
জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা।
পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত
কাশ্মীরের ৯টি জায়গায় আঘাত
হানে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে
দিয়েছে। নিকেশ করা হয়েছে
তরফে জানানো হয়েছে, শুধু
জঙ্গিঘাঁটি লক্ষ্য করেই আঘাত
হয়েছে। পাকিস্তান সেনার
পরিকাঠামোয় কোনও আঘাত হানা
হয়নি। তবে ভারতীয় সেনার
অভিযানের পরই ক্ষেত্রেই ফুঁসে

তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে
সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের
সঙ্গে অমিত শাহর বৈঠকের পর
কেন্দ্র কী পদক্ষেপ করে, সেটাই
দেখার। এর আগে অপারেশন সিঁদুর
রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড,
উত্তর প্রদেশ, বিহার, সিকিম,
পশ্চিমবঙ্গ- এই ৯টি রাজ্যের
মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি অংশ নেন।
লাদাখের উপরাজ্যপাল এবং জম্মু
ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল ভার্চুয়ালি
বৈঠকে ছিলেন। সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে
ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে আলোচনা
হয়। ভারতীয় সেনার এই
প্রত্যাঘাতের পর পাকিস্তান কী
পদক্ষেপ করবে, তা নিয়ে জল্পনা
হ্যাঁড়লে তিনি লেখেন,
‘পহেলগাঁওয়ে আমাদের নিরীহ
ভাইদের হত্যার জবাব হল ভারতের
অপারেশন সিঁদুর। ভারত ও দেশের
নাগরিকদের উপর যেকোনও
হামলার উপযুক্ত জবাব দিতে
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মোদি সরকার।
সন্ত্রাসবাদকে তার মূল থেকে উৎপাদিত
ফেলাতে বন্ধপরিবার ভারত।’



মিশন সংকল্পের বড় সাফল্য, বিজাপুরে ১৫-র বেশি মাওবাদী নিহত



রায়পুর, ৭ মে : মিশন সংকল্পের অধীনে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। বুধবার হুগলিগণ্ডের বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে ১৫-র বেশি মাওবাদীরা। পুলিশ জানিয়েছে, হুগলিগণ্ড-তে লেঙ্গান্না সীমান্তে বিজাপুর জেলার কারেগুট্টা পাহাড়ের কাছে চলমান সংঘর্ষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ১৫ জনেরও বেশি নকশাল নিহত হয়েছেনকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে বুধবার ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মিশন সংকল্পের অধীনে বুধবার ডিগণ্ড-ও-তেলেঙ্গান্না সীমান্তে বিজাপুর জেলার কারেগুট্টা পাহাড়ের কাছে চলমান সংঘর্ষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ১৫ জনেরও বেশি নকশাল নিহত হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গর্বিত, জয় হিন্দঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৭ মে : মধ্যরাত্তে বদলা নিল ভারত। মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে আঘাত হানল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অভ্যন্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং 'অপারেশন সিঁদূর'। অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গর্বিত, জয় হিন্দ! যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার প্রস্তুতঃমনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ৭ মে : জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা জানিয়েছেন, আমি পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং তাঁর ঐতিহাসিক দ্বিগুণ মোদারের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কথোপকথনের সময় ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পূনর্বাক্ত করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন, পাঁচ বছরে, ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিশালী সহযোগিতা বিকাশ লাভ করছে।উভয় নেতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় করার ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসীদের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। দুই

বিলোনিয়ায় এক রাতে ২৫টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ৭ মে : একই রাতে ২৫টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি। ঘটনাস্থলে পুলিশ সহ ফরেনসিক টিম। খবর দেওয়া হয় ডগ স্কোয়াডকে। মঙ্গলবার গভীর রাতে চোরের দল হানা দেয় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া থানাধীন উত্তর ভারত বাজারে।২৫টি দোকানের দরজার তাল ভেঙ্গে, কড়া ভেঙ্গে চোরেরা ভিতরে প্রবেশ করে কাশ বাজের টাকা পয়সা সহ দোকানের জিনিসপত্র নিয়ে যায়। একটি দোকানের তাল ভাঙতে না পারায় তালার মধ্যে পোড়ালি তেলো গুলন লাগিয়ে খোলার চেষ্টা চালায় চোরেরা। প্রায় চার লক্ষ টাকা দোকানগুলি থেকে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। এছাড়া কত টাকার জিনিস পত্র নিয়ে যায় তা জানা যায়নি।সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও কিছু কিছু দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরা সহ মনিটর ভাঙ্গা। কিছু দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরা অন্যদিকে ঘুরিয়ে চোরেরা চুরি করেছে।এর আগে ছোট খাটো চুরির ঘটনা ঘটলেও এই প্রথম একই রাতে ২৫টি দোকানে চুরি হয়েছে বলে জানান বাজারের ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে স্ফোভ প্রকাশ করে ব্যবসায়ীরা

ভারতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং উন্নতমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃরাজস্থানের জয়পুরে চতুর্দশ গ্রেট ইন্ডিয়ান ট্রায়ালবাজারের অনুষ্ঠানের ফাঁকে রাজস্থান সরকারের পর্যটন দপ্তর এবং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেন্সারি অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যৌথভাবে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক ‘ মেক ইন ইন্ডিয়া’ কনক্লেভের আয়োজন করে। এই কনক্লেভে ভাষণ দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, ভারতে মিটিংস, ইনসেন্টিভস, কনফারেন্সেস ও একজিবিশন অর্থাৎ সম্মেলন ও প্রদর্শন সংক্রান্ত শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই শিল্প উন্নতমানের

কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে বলেও তাঁর অভিমত। শ্রী শেখাওয়াত বলেন, এ দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থনের কারণে ভারতের এই শিল্প আন্তর্জাতিক স্তরে চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের এই সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত বলে তাঁর অভিমত।MICEএর কথা বিবেচনা করে ভারত মণ্ডপম, যশোভূমি, জিও ওয়ার্ল্ড সেন্টারের মতো বিভিন্ন সম্মেলন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। দেশের কমপক্ষে ১০টি শহরকে MICE শিল্পের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গন্তব্য শহর

হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাজস্থানের মতো বিভিন্ন রাজ্য নানা সম্মেলন আয়োজন করার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন MICE সংস্থার ৬০০-র বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ২০২৪ সালে ভারতে এই শিল্প থেকে প্রায় ৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় হয়েছে। ২০৬০ সালের মধ্যে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে ভারতের সড়ক, রেলপথ, জলপথ

ও বিমান পরিবহণে পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। এই সময়কালে প্রায় ২৫ লক্ষ হোটেলের ঘর নির্মিত হয়েছেনীতি আরোগার ভাইস চেয়ারপার্সন শ্রী সুমন বেরী বলেন, জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছিলেন, এখন সেই লক্ষ্য অর্জন করিতে হবে। রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী দিয়া কুমারী এবং ওশির উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী প্রভাতী পারিবা সম্মেলনে MICE শিল্পের গন্তব্য হিসেবে নিজ নিজ রাজ্যের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। ফিকি-র প্রাক্তন সভাপতি ডঃ জ্যোত্সা পুরী জানান, জি-২০

ভারত সন্ত্রাসবাদকে মূল থেকে নির্মূল করার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৭ মে : ভারত সন্ত্রাসবাদকে মূল থেকে নির্মূল করার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার তিনি এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য আমরা গর্বিত। পহেলগামে আমাদের নিরীহ ভাইদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতি ভারতের প্রতিক্রিয়া হল অপারেশন সিঁদূর। ভারত এবং দেশের জনগণের উপর যে কোনও আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দিতে মৌদী সরকার বদ্ধপরিকর। ভারত সন্ত্রাসবাদকে মূল থেকে নির্মূল করতে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এদিকে, কেন্দ্রীয়



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা এবং বিএসএফ-এর মহাপরিচালকের সঙ্গেও ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছেন।

তিনি সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জন্য সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিএসএফ-এর মহাপরিচালককে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর

আবদুল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা এবং বিএসএফ-এর মহাপরিচালকের সঙ্গেও ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছেন। তিনি সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জন্য সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিএসএফ-এর মহাপরিচালককে নির্দেশ দিয়েছেন।এরিন সকালেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারি বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে গিয়েছেন। এর আগে তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গেও কথা বলেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

জয় হিন্দ! জয় ভারত! অপারেশন সিঁদূর নিয়ে প্রতিক্রিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ মে : জয় হিন্দ! জয় ভারত! অপারেশন সিঁদূর নিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া জানানেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি বুধবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় একথা লেখেন।উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিশোধ নিল ভারত। মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে আঘাত হানল ভারত। পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অভ্যন্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনা অভিযান চালায়। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিঁদূর'।মধ্যরাত্তে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে প্রত্যাঘাত হান ভারত

পহেলগামে জঙ্গিহানার জবাবে জঙ্গিঘাট লক্ষ করে প্রবল আক্রমণ হানে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। পাকিস্তানের উপ-প্রদেশের বহাওয়ালপুরে এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরেও মুজফফরাবাদে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ভারত আঘাত হেনেছে ভারত। লঙ্কর-ই-তৈবাহ এবং জইশ-ই-মহম্মদের সন্ত্রাসী ঘাটি বলে পরিচিত এলাকাগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারত। ৯টি স্থানের মধ্যে রয়েছে বাহাওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদের সদর দফতর এবং পাকিস্তানের পদার মরুদকতে লঙ্কর-ই-তৈবাহর সদর দফতর।ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কুর্শিহা অপারেশন সিঁদূর এর পরিপেক্ষিতে এই প্রতিক্রিয়া জানানো সর্বভারতীয় অন্যদিকে

তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে হয়েছে। সেখানে এক বার্তায় স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে যে, আমাদের বাহিনী এবং ইউনিফর্ম পরিহিত প্রবলক সহসী যোদ্ধাকে কুর্শিহা ভারত তোমাদের জন্য গর্বিত। জয় হিন্দ!উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিশোধ নিল ভারত। লঙ্কর-ই-তৈবাহ এবং জইশ-ই-মহম্মদের সন্ত্রাসী ঘাটি বলে পরিচিত এলাকাগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারত। ৯টি স্থানের মধ্যে রয়েছে বাহাওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদের সদর দফতর এবং পাকিস্তানের পঞ্জাবের মরুদকতে লঙ্কর-ই-তৈবাহর সদর দফতর।

পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে প্রত্যাঘাত হানে ভারত। পহেলগামে জঙ্গিহানার জবাবে জঙ্গিঘাট লক্ষ করে প্রবল আক্রমণ হানে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের বহাওয়ালপুরে এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফফরাবাদে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ভারত আঘাত হেনেছে ভারত। লঙ্কর-ই-তৈবাহ এবং জইশ-ই-মহম্মদের সন্ত্রাসী ঘাটি বলে পরিচিত এলাকাগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারত। ৯টি স্থানের মধ্যে রয়েছে বাহাওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদের সদর দফতর এবং পাকিস্তানের পঞ্জাবের মরুদকতে লঙ্কর-ই-তৈবাহর সদর দফতর।

আ্যস্থনিকে ফোন মৌদীর, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে কথা দুই প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ মে : প্রধানমন্ত্রী নরে ঞ্দ্র মোদী গত মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যাস্থনি আলবানিজের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং তাঁর ঐতিহাসিক দ্বিগুণ মোদারের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কথোপকথনের সময় ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পূনর্বাক্ত করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন, পাঁচ বছরে, ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিশালী সহযোগিতা বিকাশ লাভ করছে।উভয় নেতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় করার ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসীদের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। দুই



নেতা পারস্পরিক স্বার্থের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়গুলিতেও মতবিনিময় করেছেন এবং একটি মুক্ত, উন্মুক্ত, স্থিতিশীল, নিয়ম-ভিত্তিক এবং সমৃদ্ধ ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে এগিয়ে নিতে এক সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পূনর্বাক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মৌদী অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলবানিজকে ভারত সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য, নিহত জওয়ানের স্ত্রীকে চাকরি

মুর্শিদাবাদ, ৭ মে : মুর্শিদাবাদ সফরে গিয়ে সে জেলায় হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘ বাংলার বাড়ি প্রকল্পে’ ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দিলেন ঘরের প্রতীকী চাবি। এ ছাড়া পহেলগাম কাণ্ডের পর জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলিযুদ্ধে নিহত নোনা জওয়ান বন্টু আলি শেখের স্ত্রীকে মেমোরার্ডের চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিন মুর্শিদাবাদের সূতিতে প্রশাসনিক সভার মধ্যে আসেন শহিদ জওয়ান বন্টু আলি শেখের পরিবার জওয়ানের স্ত্রী, দুই সন্তানকে মধ্যে নিতে আসেন তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। কাশ্মীরের উমরপুরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারান তারা কমান্ডে বন্টু শেখ (৬৭)। তাঁর বাড়ি হেটহের পানথরঘাটা। ঊধমপুরে তল্লাশি অভিযানের সময় সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে নিহত হন তিনি। তাঁর স্ত্রীকে কেবল হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্রই নয়, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হাতে তুলে দেন ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যও।এছাড়া সূতির কাশিমগারের ওয়াকফ অশান্তিতে প্রাণ হারানো একজ্ঞ আহমমদের পরিবারের একজনকেও চাকরি দেওয়ার যোগ্যতা করেছেন তিনি।মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের সূতিতে সৈন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সূতির সাল্লুর মোড় থেকেই শুরু



হয়েছিল অশান্তি। মুর্শিদাবাদের হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৬ পরিবার পিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়। সূতির সভারস্থ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ ধুলিয়ানে গোলা। ৪০০ পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ২৮০ পরিবারকে এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দিয়েছি। যাদের আরও ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের টার্ম ফোন দেওয়া হবে। জারফাবাদে নিহত বাবা-ছেলে হরগোবিন্দ ও চন্দনের পরিবার আগেই সরকারি সাহায্য গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছিলেন। মঙ্গলবার এই পরিবারের সঙ্গে দেখাও করার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু তাঁরা কেউ না থাকায় সেখানে যাননি মমতা। সূতির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানানেন, অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অর্থ তুলে রাখা হল। তাঁরা যদি চান, নিতে

পারেন। মঙ্গলবার কপ্টারে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বিডিও অফিসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন তিনি।অন্যদিকে ওয়াকফ নিয়ে বলার থাকলে দিল্লিতে যান। বাংলায় আমি আছি মাথায় রাখবেন। মঙ্গলবার সূতির সমাবেশে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, তাঁর সরকার কোনও ধর্মেরও সম্পত্তি অধিগ্রহণের পক্ষে নয়।ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন থেকেই হিংসা ছড়িয়েছিল মুর্শিদাবাদে। এই জেলাতে দাঁড়িয়েই মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওয়াকফ নিয়ে আমাদের এখানে কোনও প্রশ্ন নেই। এই নিয়ে আমি কিছু বলব না।বোলাই কথা বললে ভিন্নাভ্যে বাংলার

পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে! মুর্শিদাবাদের প্রশাসনিক সভা থেকে এদিনও এই অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সূত্রেরি বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত বাংলার শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।অন্যদিকে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদে ১৬৭ প্রকল্পের শিলাল্লাহ ও উদ্বোধন করা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এ কথা জানান। সেই সঙ্গে, সূতি, ধুলিয়ান এবং ফরাঙ্কার মানুষদের জন্য নতুন মহকুমা অফিস গঠন করা হচ্ছে জানিয়েছেন তিনি। ওয়াকফ অশান্তিতে সম্প্রতি অশান্ত হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ। এই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলায় নজরদারি বাড়াতে এই নতুন মহকুমা তৈরির সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে ওয়াকিববহল মহলা। বর্তমান তাপপ্রতিপত্তে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলা।মুর্শিদাবাদের সভা থেকে সকলকে মিলেমিলে থাকার বার্তা দেন মমতা। বলেন, বিজেপি কিংবা কোনও মৌলবাদী সংগঠনের কথা শুনে পরোচিতি হবেন না। আপনারা নিজেরা ভাগ হওয়ার থেকে আবার গলাটা দেহ থেকে ভাগ করে দিন। তাতে আমি খুশি হব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি সব ধর্মকে ভালবাসি। হিংসা ছড়াতে এলে মা-বোনরা তা রুখবেন। আমরা প্রশস্তি চাই না, শান্তির পক্ষে’, মন্তব্য করেন মমতা।

ভারতের প্রত্যাঘাতে আনন্দে মাতোয়ারা দেশবাসী, প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন ধন্যবাদ



নয়াদিল্লি, ৭ মে : পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার যথায়োগ্য জবাব দিয়েছে ভারত। অপারেশন সিঁদূরের অধীনে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। অপারেশন সিঁদূরের পর দিল্লি, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন রাজ্যের মানুষজন আনন্দে মেতে উঠেছেন। ‘হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ’ এবং ‘ভারত মাতা কি জয়’ স্লোগান উঠেছে দেশজুড়ে। সবাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারানো ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মেনিয় নারওয়ালের মা আশা নারওয়াল বলেন, আমার পুরো পরিবার বৌদি সাহেবের পাশে আছে, যিনি প্রতিশোধ নিয়েছেন। আমি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের এগিয়ে যেতে বলতে চাই। পথটিকদের বাঁচাতে গিয়ে পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় স্থানীয় এক ব্যক্তি সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ মারা যান। অপারেশন সিঁদূর প্রসঙ্গে তার বাবা হায়দার শাহ বলেন, আমরা আনন্দিত, আমরা ছেলে-সহ পহেলগামের ২৬ জন নিহতের প্রতিশোধ নিওয়া হয়েছে। আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। নিরাপত্তা বাহিনী এবং সরকার প্রতিশোধ নিয়েছে। ভবিষ্যতে যেন কেউ এভাবে প্রাণ না হারান... আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপর আস্থা ছিল। আমরা ন্যায়বিচার পেয়েছি।

জাতীয় স্বার্থ কংগ্রেসের কাছে সর্বোচ্চঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৭ মে : অপারেশন সিঁদূরের তৃত্যসী প্রশংসা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর কথায়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অটল জাতীয় নীতি রয়েছে। মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে উদ্ভূত সকল ধরণের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অটল জাতীয় নীতি রয়েছে। আমরা আমাদের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য অত্যন্ত গর্বিত যারা পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসী শিবিরগুলিকে ধ্বংস করেছে। আমরা তাদের দৃঢ় সংকল্প এবং সাহসকে সাধুবাদ জানাই।খাড়গে আরও জানান, পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার দিন



থেকে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে কোনও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে সশস্ত্র বাহিনী এবং সরকারের সাথে স্পষ্টভাবে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় এক্সা এবং সংহতি সময়ের প্রয়োজন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়েছে। অতীতে আমাদের নেতারা যতটা মিলিয়েছেন একই জাতীয় স্বার্থ আমাদের কাছে সর্বোচ্চ বলেন।

অপারেশন সিঁদূরঃপ্রধানমন্ত্রী ও সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন অর্জুন সিংয়ের

কলকাতা, ৭ মে : অপারেশন সিঁদূর নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, পাকিস্তানে পহেলগাঁও হামলার জবাব দিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বাধীন ভারত। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে জঙ্গী ঘাটি গুঁড়িয়ে দেবার জন্য ভারতীয় সেনাকে অভিনন্দন জানাই।দেশের নিরাপত্তায় আঘাত এলে চূপ করে বসে থাকবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত - এই বিশ্বাস ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আছো।ভারত মাতা কী জয় !!

উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ মে : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। এক্স হ্যাণ্ডলে এক বার্তায় তিনি জানান, আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, যারা এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছো, তোমাদের সকলকে আমার অনেক অনেক ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা জানাই! আশা করি তোমরা ভবিষ্যতে আরো সাফল্য পাবে - দেশ দেশের মুখ আরো উজ্জ্বল করবে।আজ তোমাদের জীবনের এই বিশেষ দিনে আমি তোমাদের বাবা মা, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক - সকলকে আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাঁরা তোমাদের পাশে ছিলেন বলেই আজ তোমরা এত ভালো ফল করেছো।আর যারা হয়তো আশানুরূপ ফল করতে পারনি, তাদের আমি বলবোঃমন খারাপ করো না একদম। চেষ্টা চালিয়ে যাও। দেশকে পরের বারে টিক ভালো হবে।তোমাদের সবাইকে আমার অনেক আশীর্বাদ আর ভালোবাসা জানাই। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকে।।

উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বর্ধমানের রুপায়ণ, প্রথম দশে কলকাতার তিন

কলকাতা, ৭ মে : বুধবার প্রকাশিত হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। এবছর রেগুলার পরীক্ষার্থী হিসেবে মোট পরীক্ষা দিয়েছিলেন মোট ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯১৯ জন। পরীক্ষার ৫০ দিনের মাথায় এবার রেজাল্ট প্রকাশ করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এদের মধ্যে প্রথম দশে জয়গা করে নিয়েছেন ৭২ জন পড়ুয়া।সংসদের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন সভাপতি চিরঞ্জীব উট্টাখাঁ। তিনি জানিয়েছেন, এ বারের উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪,৭৩,৯১৯ জন। এ বছর প্রথম বার মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। প্রশ্নপত্র নিয়েও অভিযোগ আসেনি। মোবাইল নিয়ে ধরা পড়েছিলেন কয়েক জন, তাদের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।উচ্চ মাধ্যমিকের মেথালিক্যাল প্রথম দশে রয়েছে ৭২ জন। তাদের মধ্যে কলকাতার স্কুল থেকে চার জন রয়েছে। পাঁচভবন স্কুলের তথাগত রায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০। পর্ণশ্রীর বেহালা হাই স্কুলের অঙ্কিত চক্রবর্তীও অষ্টম স্থানে রয়েছে, পেয়েছে ৪৯০। টাকি হাউস মাল্টিপারপাস স্কুল ফর বয়েজের সৌীনক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের সৃজিতা দত্ত নম্বন স্থানে রয়েছে। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯।উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের রুপায়ণ পুলা। সে পেয়েছে ৪৯৭, শতাংশের হিসাবে ৯৯.৪। দ্বিতীয় হয়েছে তুয়ার দেবনাথ। সে কোচবিহারের বাসিন্দা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। উচ্চ মাধ্যমিকে এ বছর তৃতীয় হয়েছে আরামবাগের রাজর্ষি অধিকারী, সে পেয়েছে ৪৯৫। বাঁকুড়ার সৃজিতা ঘোষাল চতুর্থ হয়েছে, তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪।

নতুন ভূমিকায় জিন্সাবুয়ে দলে ফিরছেন দেশটির ও ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান গ্যারি ব্যালানস

হারারে, ৭ মেঃ নতুন ভূমিকায় জিন্সাবুয়ে দলে ফিরছেন দেশটির ও ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান গ্যারি ব্যালানস। ইংল্যান্ড সফরের জন্য জিন্সাবুয়ের কোটিং স্টাফে যুক্ত করা হয়েছে তাকে। আগামী ২২ মে ট্রেস্ট ব্রিজে একমার টেস্টে ইংল্যান্ডের ন্যূনোমুখি হবে জিন্সাবুয়ে। ২০০৬ সালের জয় ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের প্রথম টেস্ট এটি। এই সফরে ব্যালানসকে কোটিং পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে জিন্সাবুয়ে ক্রিকেট।২০১৭ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে ২৬ টেস্ট খেলে ৪টি সেঞ্চুরি করেন ব্যালানস। ইংলিশশের হয়ে সপাত্তে খেলেন তিনি ১৬টি। এরপর তার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের সমাপ্তি ঘটে। তবে ইয়র্কশায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেটে এক দশকের বেশি সময় খেলেছেন প্রাক্তন এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। তার সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায় জিন্সাবুয়ে।

দুরন্ত বার্তা রাশিফল

মেসঃআপনি নিজের কাজ ও সম্পর্ক নিয়ে উত্তেজিত হয়ে আছেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনি অন্যদের নিজের দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে প্রভাবিত করেন। বৃষঃপারিবারিক সমস্যা আজ আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। আপনার মেজাজ ও পরিণত মানসিকতা আপনাকে মানসিক সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। মিথুনঃবাবা-মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুশ্চিন্তা। আজ কিছুটা কম হবে। কর্কটঃকর্কট রাশির জাতকদের দাম্পত্য জীবনে আজ অশান্তি হওয়ার যোগ। সিংহঃআজকে আপনি স্বাস্থ্যকে সবথেকে বেশি প্রাধান্য দেবেন।। কর্ম্যঃআজকে আপনি গুরুতর ক্যাথিক সমস্যার সম্মুখীন হবেন। তুলাঃভাগ্যলক্ষী আজকে আপনাকে একটি মিশ্র দিন এনে দেবেন, কাজেই প্রচাশিত-অপ্রচাশিত সব কিছুই ঘটতে পারে।

বৃচিশঃআজকে আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অস্বাভারণ কাজ করবে। আপনার সহজাত বাঁয়ের উপর ভরসা রাখুন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করুন। কাজের চাপ যখন প্রবল বেড়ে যাবে তখন বিবর্তি নিন এবং হালকা গানের সাহায্যে চাপমুক্ত হোন। ধনুঃআপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আজকে এত ভাগ্যবান হবেন যে প্রেমে পড়বেন, আবার অন্যদিকে কেউ কেউ ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে এমন তর্কে জড়িয়ে পড়বেন, যা এড়িয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। কেনও স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দেবে না। আপনার আপোষের সব কিছুই আপনার ভালো লাগবে। ইতিবাচকতা আপনাকে ঘিরে থাকবে। অন্যদের সামনে আপনি নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপিত করতে পারবেন এবং পরিবারকে অনেক বেশি সম্পদ দিতে পারবেন। মকরঃআজ যদি সমস্যা আপনার দরজায় এসে কড়া নাড়ে, আপনার ভাগ্যবোম্বী আপনাকে বাঁচাতে আসবেন। অন্যদের মতো অসম্ভব লক্ষ্যের পেছনে দেউতা জীবন নষ্ট না করে, আপনি আপনার কৃতিত্বগুলি নিয়ে, সন্তুষ্ট থাকেন। যদিও তার মানে এই নয় যে আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন। আপনার বাই এখনও অজানা কোনও ভয় থাকে, তাহলে সেগুলি আপনাকে কোনও গুরুতর সমস্যার ফেলার আগেই তার সমাধান করে নিন। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ান, এরকম কিছু করার চেষ্টা কর। উচিত।

কুন্তঃআজকে আপনার মনে হবে, আপনি একজনের জায়গায় দুজন ব্যক্তি হলে ভালো হত! শেষ না হওয়া কাজের ভাৱে আপনি চাপা পড়ে আছেন এবং দ্বিগুণ প্রচেষ্টাও যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। আপনি আপনার কর্মকর্তাকে নিয়ে চিন্তিত। আজকে নতুন কিছু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মেজাজ থাকবেন। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি খুবই ভরসাযুযুক্ত। আপনি খুব বেশি খাচ করবেন না, আবার খুব বেশি আয় করবেন না। আপনি শুধু, পরিস্থিতি বেরকম আছে তা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন এবং সাবলীল ভাবে এগিয়ে যেতে চাইবেন।

মীনঃসম্প্রতি আপনি স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করেছেন, আজকে পোশাক গায়ে আঁট হওয়ায় তা আপনি বঝতে পারছেন। চিকিৎসার থেকে রোগপ্রতিরোধ ভালো, এই প্রবাদটিকে আপনি যদিও উপেক্ষা করে এসেছেন এবং আপনি এখন হাল ধরতে পারেন। বিবাদ এড়ানোর জন্য, বাড়িতে আপনাকে খুবই ধৈর্যশীল হতে হবে। রোমাঞ্চ বাচিয়ে রাখার জন্য অঙ্গীকার আশ্বাশক। আজকে আপনি উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীল থাকবেন এবং কিছু মানসিক চাপের সম্মুখীন হবেন। কোনও পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে আপনার তা বিদ্রোহণ করা উচিত। আজকে হঠাৎে আপনি সন্ধ্যের বেশি খরচ করে ফেলবেন।

আবহাওয়া

গরম ইতিমধ্যেই অনুভূত হতে শুরু করেছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়া আরও বদলে যেতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফিরছে কৈশোখের সেই চেনা গরম। বেশ কয়েক জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতাও রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও গরমের কারণে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.০ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার, ৮ মে থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাবে গরম। থাকবে অর্ধ্রাত্তজায়ের অশ্রুশ্রুতি। কোনও জেলায় তাপপ্রবাহেরও

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৫৭ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ২৪ বৈশাখ ১৪৩২

রসিক কবি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের রসবোধ ও বাকচাতুর্য্য। একবার রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি একসাথে বসে প্রাতরাশ করছিলেন। গান্ধীজি খাচ্ছিলেন রোজকারের মত পরিজ এবং রবীন্দ্রনাথ গরম লুচি। গান্ধীজি বললেন, গুরুদেব তুমি জানো না যে তুমি বিব খাচ্ছ। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিবই হবে, তবে এর আয়কশন খুব ধীরে, কারণ আমি বিগত ষাট বছর যাবৎ এই বিবই খাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ একবার এক ভদ্রলোককে বললেন, আপনাকে আমি দত্ত দেব। ভদ্রলোক ভীষণ বিব্রত হ’য়ে বললেন, কেন গুরুদেব। আমি কি অপরাধ করছি ? রবীন্দ্রনাথ বললেন, গতকাল আপনার লাঠি, মানে দণ্ডটি আমার বাসায় ফেলে গেছেন, এই নিন আপনার দণ্ড। একবার শরৎচন্দ্র একখানা টেলিগ্রাম পাঠলেন রবীন্দ্রনাথকে। সেকাল সাধারণত কোনও গুরুতর সংবাদ হ’লেই টেলিগ্রাম করা হ’ত। কাজেই টেলিগ্রাম এলে সকলেই কিঞ্চিৎ ভীত হতেন। তা, সেই টেলিগ্রাম খুলে দেখা গেল, শরৎবাবু লিখেছেন, গুরুদেব, আমি ভালেই আছি অর্থাৎ মস্ত এক ঠাট্টা। রবীন্দ্রনাথও কি আর যে সে পাঠ ! তিনিও এর উত্তরে বিশাল এক পাথরখন্ড পার্সেল করলেন শরৎচন্দ্রকে, তার সাথে চিরকুট লিখলেন, তব কুশল সংবাদ পাইয়া আমার হৃদয় হইতে এই পাষাণভার নামিয়া গিয়াছে। একবার রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর একটি নাটক পাঠ করছেন, শরৎচন্দ্র সেই আসরে উপস্থিত হলেন। একদা জুতো চুরি হবার কারণে তিনি জুতোজোড়া কাগজে মুড়ে বগলদাবা করে আসরে ঢুকতেন। রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরে একদিন বলে উঠলেন, শরৎ তোমার বগলে ওখানি কী ? পাদুকপূরণ ? এ নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি হয়েছিল। একবার দোল পূর্ণিমার দিনে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল জামার পক্ষেও থেকে আবি্র বের করে কবিগুরুকে রাঙিয়ে দিলেন। আবিরে রঞ্জিত রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন,এতদিন জানতাম দ্বিজেনাবাবু গান ও নাটক লিখে সকলের মনোরঞ্জন করে থাকেন, আজ দেখছি দেহরঞ্জনও তিনি একজন ওস্তাদ। মরিসসাহেব ছিলেন শান্তিনিকেতনে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার অধ্যাপক। একদা তিনি তৎকালীন ছাত্র প্রথমখানি বশীকে বললেন, গুরুদেব চিনির ওপর একটি ভারি মিষ্টি গান লিখেছেন। তারপর গাইতে শুরু করলেন, ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে’..প্রথমখানি জিজ্ঞেস করলেন, চিনির ওপর, এই ব্যাখ্যা আপনি কোথায় পেলেন ? উত্তরে মরিসসাহেব জানালেন, কেন স্বয়ং গুরুদেবই আমার বলাছেন একথা। রবীন্দ্রনাথ একদিন বিকেলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে নৃত্যনাট্যের রিহার্সাল করছিলেন, একজন এসে বললেন, গুরুদেব চা খাবেন ? রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমি না-চাঁর দলে। (অর্থাৎ নাচের দল, আবার চা না খাবার দল) সেই ব্যক্তি বঝলেন রবীন্দ্রনাথের রসিকতা, ভাললেন গুরুদেবকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করে জন্ম করবেন। তিনি বললেন, wonót you have tea ? রবীন্দ্রনাথ তেমনই মুচকি হেসে বললেন, আমি no tea’র দলে (নটী)। সাহিত্যিক ‘বনফুল’ তথা শ্রী বলাইচাঁদ-এর এক ভাই অধ্যায়নের জন্য শান্তিনিকেতনে পৌঁছে পানলেন ওগুনলেন গুরুদেবকে একটু কম শোনেন। দেখা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বললেন, তুমি কি বলাইয়ের ভাই কানাই নাকি ? তখন বনফুলের ভাই চৌকিয়ে জবাব দিলেন, আজ্ঞে না, আমি অরবিন্দ! রবীন্দ্রনাথ তখন হেসে উঠলেন।

বিরহের মধ্যে প্রেমের শিল্পী

যৌবনে প্রেমে পড়েছে আর বিরহের গান গায়নি গুনগুনিয়ে এমন বাঙালি ছেলে বা মেয়ে কি পাওয়া যাবে ? আর বিরহের গান মামা দে ছাড়া!- চিত্তাই করা যায় না। আড্ডাপ্রিয় বাঙালির তো আড্ডাতে কফি হাউজের গানটি রীতিমত আড্ডা-সংগীত। বাঙালির অনুভূতির যতো ধরনের প্রকাশ রয়েছে তা মামা দে ছাড়া আর কে এতো দরদ দিয়ে গেয়েছেন- জানা নেই। ভক্তিসংগীত, পল্লীগীতি, ক্লাসিক, টপ্পা, ভজন, টুল গান- কী গাননি তিনি ? সমস্ত সুধা ঢেলে দিয়েছেন ভক্তদের তৃষ্ণা মেটাতে। তিনি তো গেয়েছেনই অভিনন্দন নয়, প্রশংসা নয়, নয় কোনো সংবর্ধনা, মানুষের ভালোবাসা পেতে চাই আমি- চাই শুধু শুভ কামনা। মানুষ দিয়েছেনও দুহাত ভরে। মামার শারীরিক বিদায় হয়েছে তাও প্রায় ছয় বছর এর বেশি হতে চললো। কিন্তু, এখনো মনে হয় তিনি বলছেন ‘আবার হবে তো দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয়তো।’ সত্যিই তাই। প্রতিদিন দেখি প্রায়ই শুনি, মানুষকে শুনতে বলি। এতো বড় মাপের মহান শিল্পী তার ৯৪ বছর বয়সে গেয়েছেন মাত্র ৪,০০০ এর মতো গান। তার বড় কারণ সে সময়টিতে মোহাম্মদ রফি, কিশোর কুমার, মুকেশ এদের সুবোলা কন্ঠের দাপট বলিডে, মিউজিকে ইন্ডাস্ট্রিতে। এদের জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে সে সময় মানুষের জন্যে আলাদা জায়গা করা ছিল তার জন্যে বড় চ্যালেঞ্জ। তারপরও অনেক সংগীতবোঝা ও ভক্তরা বলেন, ‘মামা দে বড় কম গান গেয়েছেন।’ ব্যাপারটি তার কানেও বহবার গিয়েছে। নিজের আত্মজীবনী ‘আমি নিরালায় বসে’ বইয়ে তিনি বলেছেন, শ্রোতার আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন বলেই তাদের এমন মনে হয়, আমি বেশি গান গাইবার সুযোগ পাইনি। আমার নিজে তো ধারণা আমি আমার যোগ্যতার অনেক বেশি পেয়েছি-মানুষের এতো স্বীকৃতি, এতো ভালবাসা। তবে এক ধরণের খারাপলাগা তার ছিলো যা তিনি তার বইয়ে লিখেছেন। তার ভাষায়, স্প্রতিভা থাকাটাই বোধহয় প্রতিভা পাওয়ার শেষ কথা নয়। যোগ্যযোগ এবং সেই সঙ্গে কর্মশীল্য অ্যাটিচুড থাকাটাও বোধহয় প্রতিভা পাওয়ার জন্য অবশ্যই একটা মেজর ফ্যাক্টর। অনেক গান হয়তো গেয়ে যেতে পারেননি, কিন্তু যা গেয়েছেন তা অনেক বিখ্যাত শিল্পী কয়েক জন্ম সাধনা করেও গাইতে পারবেন কী না আমার সন্দেহ রয়েছে। মোহাম্মদ রফি একবার বলেছিলেন, আপনারা আমার গান শোনেন, আর আমি শুনি শুধু মামা দের গান। গানের গলা বিচারে মামা দে হয়তো অনেকের কাছে খুব মিষ্টি গলার শিল্পী

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



জাগরিত হবে দৈব্য মহাশক্তির। সেই দৈব্য শক্তিকে কাজে লাগতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব সমাজের

সাধক রামপ্রসাদ



ভক্তিভরে গান লিখতেন এবং সুর দিয়ে গান রচনা করতেন। তাঁর প্রতিটি গানের সঙ্গে মায়ের নাম জড়িয়ে থাকত। মা কালী কোনও সময়ে তাঁর কাছে কন্যার মতো। আবার কোনও সময়ে তাঁর কাছে মা কালী হচ্ছেন মায়ের মতো। আবার কোনও কোনও সময়ে মা কালী হচ্ছে গ্রামের বালিকার মতো চঞ্চলা। তিনি মায়ের মতো কবে মা কালীকে ভক্তি করতেন। আবার কোনও কোনও গানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তিনি মা কালীকে নিজের কন্যার মতো ভক্তি দিয়ে ডাকতে শুরু করে দিয়েছেন। মা শ্যামা তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি শ্যামাকে নিজের কন্যার মতো ভালোবাসতেন। মা শ্যামা যেন ছিলেন তাঁর ঘরের মেয়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের লেখা গান ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ এবং রবীন্দ্র ভক্তের সংখ্যা বিশ্বব্যাপী

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা
পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী। ২৫ বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী।১৬৪ বছর পেরিয়ে গেল তাঁর জন্মের, লোকান্তরিত হয়েছেন ও বহু বছর হতে চলল; কিন্তু বাঙালির জীবনও মানসে তাঁর উপস্থিতি প্রতিমহুর্তে এতই দৌদিপ্যমান যে মনেই হয় না তিনি নেই তাঁর জন্মদিন বাঙালির কাছে পরিণত হয়েছে

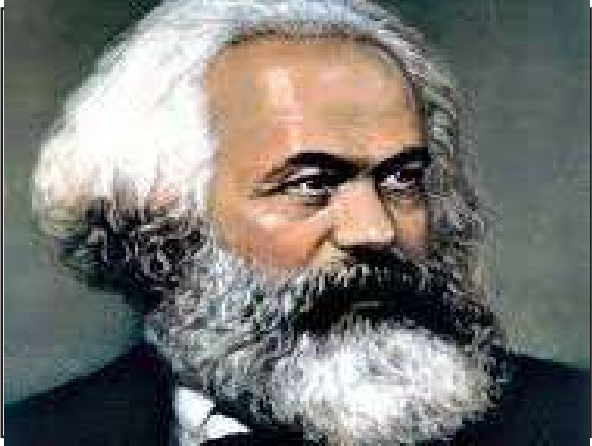


আনন্দ,উৎসবের দিনে।
যাবতীয় মানবিক আবেগ,অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, অভিব্যক্তির অতুলনীয় প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। বাঙালির সব আন্দোলন-সংগ্রামে,সমস্যা,সংকটে তাঁর গান, কবিতা জুগিয়েছে সহস্রও প্রেরণা। সবকিছু ছাপিয়ে আছে তাঁর শাস্তি, মানবকল্যাণ ওশ্রেণ্যবোধের প্রতি সুগভীর প্রত্যয় ওনিরন্তর কামনা। একেই তিনি নানা রূপে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর বহুমাত্রিক সৃজনক্ষেত্র।সাহিত্যে তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি বাংলা ভাষা ও বাঙালির জন্য বয়ে এনেছিল বিশ্বের গৌরব। যে গীতাঞ্জলির জন্য তাঁর এই নোবেল পুরস্কার অর্জন, সেই গীতাঞ্জলি এবং আরও অনেক বিখ্যাত রচনা বর্তমান বাংলাদেশের মাটিতে। তাঁর লেখা ‘আমার সোনার বাংলা’ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবে এ দেশের মানুষ রাষ্ট্রপতি মো.আবদুল হামিদ ওপ্রধান মন্ত্রী। এউপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন এবার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্য, ‘মানবতার সংকট ওরবীন্দ্রনাথ বাসস জানায়, কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানও হবে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত কুস্তিয়ার কু মারখালী উপজেলার শিলাইহাটের রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন জাতীয় সংসদের স্পিকার। এছাড়া ঢাকাসহ

‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ-দহন লাগে। তবুও শাস্তি তবুও আনন্দ তবুও অনন্ত জাগে।’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দশ সন্তান। তাঁর মা সারদা দেবী সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন দার্শনিক ও কবি, মেজো ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস ;অন্য ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও নাট্যকার এবং বোনদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী ওপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ সঙ্গীত, সাহিত্যও নাট্যঅভিনয়ে মুখর। শুধু তাই নয়, বাইরের জগতের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল নিবিড়। ‘আমার এগান ছেড়েছে তাঁর সকল অলংকার , তোমার কাছে রাখেনি আর সাজের অহংকার। অলংকার যে মাঝে পড়ে মিলনেতে আড়াল করে, তোমার ক্ষমা ঢাকে যে তাঁর মুখর ঝংকার। তোমার কাছে খাটে না মোর কবির গর্ব করা, মহাকবি তোমার পায়ে দিতে যে চাই ধরা। জীবন লয়ে যতন করি যদি সরল বাঁশি গড়ি, আপন সুরে দিবে ভরি সকল ছিদ তাঁর।’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে একজন কবি, সঙ্গীতজ্ঞ , কথা সাহিত্যিক। নাট্যকার,চিত্রশিল্পী, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক , শিক্ষাবিদও সমাজ-সংস্কারক। মূলত কবি হিসেবেই তাঁর প্রতিভা বিশ্বময় স্বীকৃত। ১৯১৩ সালে তাঁকে বঙ্গপ্রথম একজন নন-ইউরোপিয়ান হিসেবে ‘গীতাঞ্জলী’ কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এশিয়ার বিশুদ্ধ ও বর্ণেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার জয়ের গৌরব অর্জন করেন।তাঁর সাহিত্যের প্রধান ছদ্মনাম ছিল ‘ভানুসিংহ’। ‘পড়িষের পাতা-ঝরা তপোবনে আজ কীর কারণে তলিয়া পড়িল আসে বসন্তের মাতাল বাতাস নাই লজ্জা, নাই ত্রাস আকাশে ছড়ায় উচ্চহাস চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর শিশির-মন্ডর।’ সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(নীচে) জন্মঃ১৮৬১সালের ৭ই মে(বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ শে বৈশাখ) মৃত্যুঃ ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট(বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ)। ছদ্মনাম বা সাহিত্যিক নামঃ গুরুদেব, ভানুসিংহ। জাতীয়তাঃ ভারতীয় ধর্মঃ হিন্দু। সবচেয়ে বড় অর্জনঃ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ। (গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের জন্য)। স্ত্রীঃ মুগালিনী দেবী (সাল ১৮৭৩-১৯০১)।‘হাদের উপরে বহিষ্যে নীরবে ওগো দক্ষিন-হাওয়া প্রেয়সীর সাথে যে নিমেষে হবে চিরচিরুতে চাওয়া।ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা, তাহারি মাঝারি দেখে আপনাদের সূর্য

বিশ্ব সাম্যবাদের দার্শনিক কার্ল মার্কস ব্রিটেনে বসে ‘দাস ক্যাপিটাল’ গ্রন্থটি লিখেছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক
সতেরো বছর বয়সে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই মার্কস প্রেমে পড়লেন। তাঁর দিদি সোফিয়ার বান্ধবী জেনি একদিন তাঁদের বাড়ি ঘুরতে এসেছিলেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম। কিন্তু সে প্রেমের পথ বড় যোরােলো। একে তো জেনি তাঁর চেয়ে চার বছরের



বড়ো, উপরন্তু জেনির বাবা বিরাট বডলোক, সে তুলনায় কার্লের বাবা হাইনরিখ মার্কস নেহাত ছা-পোষা গেরস্থ। তবে সেই কিশোর বয়সেই গ্যেটে-দাস্তে-হোমার-শেক্সপিয়র পড়ে ফেলা এই উজ্জ্বল ছেলোটির প্রতি সুন্দরী জেনি ডেস্টফালেনও দুর্বল মানত। হেগেলের মূল তত্ত্বটিই ছিল এমন সোনার পাথরখারির মতো যে, কেউ চাইলেই তাকে নিজের সুবিধামতো বানিয়ে চুরিয়ে নিজের অহং ব্যবহার করতে পারত। হেগেল কি বলতেন ? তাঁর মতে যে কোন বাস্তব অবস্থা যে কোন উপায়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সংসারের গতিযাত্রার প্রভাবে বাস্তব অবস্থা একদিন অবাস্তব হয়ে গেলে তাঁর

পদতলে বসে দর্শনের পাঠ নিচ্ছেন। হেগেলের শিষ্যরা একেই ‘ডক্টর ক্লাব’ নামে এক বুদ্ধিজীবী সংগঠনও খুলেছিলেন। শুধু তারাই নয়, গোটা জার্মানি তখন হেগেল জ্বরে আক্রান্ত। প্রগতিশীল রক্ষণশীল-- এই দুই শ্রেণিই হেগেলকে গুরু বলে মানত। হেগেলের মূল তত্ত্বটিই ছিল এমন সোনার পাথরখারির মতো যে, কেউ চাইলেই তাকে নিজের সুবিধামতো বানিয়ে চুরিয়ে নিজের অহং ব্যবহার করতে পারত। হেগেল কি বলতেন ? তাঁর মতে যে কোন বাস্তব অবস্থা যে কোন উপায়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সংসারের গতিযাত্রার প্রভাবে বাস্তব অবস্থা একদিন অবাস্তব হয়ে গেলে তাঁর

সালের নববর্ষের দিন, বর্ষবরণের পরই কবির জন্মদিন পালন করা হবে। তখন কবি ৭৫ বছরে। কবি সানন্দে সম্মতি দিলেন। এর পর থেকে নববর্ষের দিনই শান্তিনিকেতনে কবির জন্মদিন পালিত হত।

১৯৪০ সালের নববর্ষওকবির জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনের আশ্রুকুঞ্জে গানের সঙ্গে কবির বিভিন্ন রচনা থেকে পাঠ চলছে। ‘শান্তিনিকেতন’ সঞ্চলন থেকে পড়া হয়েছিল ‘নববর্ষ’ প্রবন্ধ, এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে আমরা আশ্রমবাসীরা আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম প্রণামটিকে আমাদের অনন্তকালের প্রভুকে নিবেদন করবার জন্যে এখানে এসেছি।এই প্রণামটি সত্য প্রণাম হোক।’

১৯৪১ সালের পয়লা বৈশাখেও পঁচিশের শঙ্খধ্বনি বেজেছিল। পরদিন ১৫ এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর ছাপা হল, ‘সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বের মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হয়। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন আচার্য্যের আসন গ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানে কয়েকটি সঙ্গীত গান করা হয়।ইহার মধ্যে দুইটি কবিগুরু কর্তৃক এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে রচিত ‘হে পুরুষোত্তম’ এবং ‘এস হে মহামানব।’ (এ মহামানব আসে)।সে দিন কবির জন্মোৎসবের ভাষণ ছিল ‘সভাতার সংকট’।

মাধুরীলতা দেবী (বেলা) ঠাকুর চক্রবর্তী(জন্ম ২৫ অক্টোবর ১৮৮৬;মৃত্যু ১৬ মে ১৯১৮ সাল)।কবি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম বাবা ইওয়্যার আনন্দে ভাসিয়েছিল যেশুি মেয়েটি,তার নাম কবি রেখেছিলেন ‘মাধুরী লতা’, তার ভাষ্যনাম ছিল ‘বেলা’। মাধুরীলতা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ (সত্যেন্দ্রনাথ)ও নতুনমামার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) সঙ্গে তিনি ৪৯ নং পার্ক স্ট্রীটে থাকেন। অতি ভাণ্ডের উন্মাদিঙির কাশিয়াবাগান বাড়ি থেকে পার্ক স্ট্রীটে নিঃশব্দে তাঁর ঘরে তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে বাড়ির বকুল ফুলের নিজের হাতে গাঁথা মালা ও বাজার থেকে আনান বেলফুলের মালার সঙ্গে অন্যান্য ফুলওএকজোড়া ধূতি-চাদর তাঁর পায়ের কাছে রেখে জপন করে তাকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠলেন। পাশেই বনুনমামার ঘর। রবির জন্মদিন নতুনমামার ঘাট পড়ি গেল। সেই বছর থেকে পরিজনদের মধ্যে তাঁর জন্মদিনের উৎসব আরম্ভ হল।এর পর থেকে পারিবারিক পরিসরে কবির জন্মদিন নিয়মিত ভাবে পালিত হয়ে এসেছে। কবির বয়স পঁচিশে বৈশাখ ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট(বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ)। ছদ্মনাম বা সাহিত্যিক নামঃ গুরুদেব, ভানুসিংহ। জাতীয়তাঃ ভারতীয় ধর্মঃ হিন্দু। সবচেয়ে বড় অর্জনঃ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ। (গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের জন্য)। স্ত্রীঃ মুগালিনী দেবী (সাল ১৮৭৩-১৯০১)।‘হাদের উপরে বহিষ্যে নীরবে ওগো দক্ষিন-হাওয়া প্রেয়সীর সাথে যে নিমেষে হবে চিরচিরুতে চাওয়া।ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা, তাহারি মাঝারি দেখে আপনাদের সূর্য

বাবা রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারি পরিদর্শনের জন্য মহালে যেতে আরম্ভ করেন, মাধুরীলতার বয়স তখন ৪ বছরের বড় তখন জামাতা শরৎকুমার। যৌবনে বিবাহের প্ররক্তা রবীন্দ্রনাথ কেন যে এত তাড়াতাড়ি কন্যাদেয়র বিবাহ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, এটি তাঁর জীবনের একটি না,মেলা অঙ্ক সে বিবাহ দিতে গিয়ে অনেক অপমান, লাঞ্ছনাও আর্থিক ক্ষতি তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল।

পাঠকদের লেখা ‘বনফুল ও অমলাশঙ্কর’

শঙ্করলাল কর্মকার
স্মিতহাস্যে নমস্কার করে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী বললেন,আসুন। আপনারা খাওয়ার বোধহয় দেরি হয়ে গেল। বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। প্রতিমা দেবীর হাতে ছিল ছোট্ট একটা হাত পাখা। বনফুলকে আপায়ন করতে রান্না হয়েছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের প্রায় সবরকম নিরামিষ। অর্ধ বৃত্তাকারে সজ্জিত নানা বাটিতে ছিল নিরামিষ,আমিষ নানারকম তরকারি। যতক্ষন বনফুল খেলেন প্রতিমা দেবী তাঁর সামনে বসে ছোট্ট হাতপাখাটি নাড়তে লাগলেন। বেশ কয়েকবার বনফুল মানা করলেন বটে তবে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ সেই আপত্তি কানে তুললেন না, বললেন,এখানে বড় মাছি। এখনি পাতে বসবে। খাওয়ার সুরুার আগে অনেক পদ দেখে বনফুল প্রতিমা দেবী কে বললেন তিনি বোধহয় এত কিছু খেতে পারবেন না।প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ জয়া জানিয়ে দিলেন। বেশী কিছু করা হয় নি তো। আক্ষেপের সুরে বললেন ভাল মাছ পাওয়াই গেল না।

শাকভাজা ছিল শুষ্ক অম্ল পয়স্ট সবচেতেই ছিল একটা নিখাদ বঙ্গ সংস্কৃতির স্বাদ।বনফুল এমনিতেই যথেষ্ট খাদ্যরসিক মানুষ। যখন পায়ের শেষ হল বুঝতে পারলেন গুরু - ভোজন হয়েছে। তবে রকমের সন্দেহ এল,দধি সহযোগে সেগুলো গলাধঃকরণ করতে হল। বনফুলের স্মৃতিতে চিরদিনের জন্য জায়গা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর উষ্ণ সেই আতিথেয়তা। মুগ্ধ হয়ে বনফুল লিখেছেন,অতিথি সম্বর্ধনার এই অন্যুত্থর অচ্য আভিজাত্যময় চিত্র আজকাল আর দেখতে পাই না।নান্দু

‘মিনি আমার বড় মেয়ের আদর্শে

রচিত, বেলাটা ঠিক অমনি ছিল। মিনির কথায় প্রায় বেলার কথাই সব তুলে দিয়েছি।’ শুধু সৌন্দর্য বা বুদ্ধিতে নয়, বালিকা মাধুরীলতার স্বভাবও ছিল স্নেহশীল ও দয়ালু। আর কেবল মানুষের প্রতি নয়, কীট পতঙ্গ অবাধি, মাধুরীলতার মমতা ও করুণা প্রবাহিত ছিল। তা লক্ষ্য করে বাবা রবীন্দ্রনাথ ‘ছিন্নপ্রত্নাবলী’র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন; ‘বেলার মনটি ভারী দয়ালু। খোকা (রবীন্দ্রনাথ) সেদিন একটি পিঁপড়ে মারতে যাচ্ছিল দেখে বেলা নিষেধ করার দর চেষ্টা করল,দেখে আমরা ভারী আশ্চর্যবোধে হলো, আমার ছেলেবেলায় ঠিকএ রকম ভাব ছিল, কীট-পতঙ্গকে কষ্ট দেওয়া আমি সহ্য করতে পারতুম না।’

সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মনোযোগ ছিল। এজন্য প্রভূত ব্যয় করতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। মেয়ের জন্য তিনি ইংরেজির শিক্ষকা রেখেছিলেন।মেয়েদের শিক্ষার কাছে তার দাবি ছিল, ইংরেজি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের যেন পিয়ানো বাজানো ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। লন্ডনে থাকাকালে ‘স্কট’ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা বাস্তব পদ্ধতিও শিক্ষাক্রম দেখেছিলেন, নিজের কন্যাদের বেলায় সেই আদর্শ হয়তো তাঁর মনে প্রভাব ফেলে ছিল।

গৃহশিক্ষিকা ওবাবার সযত্নে মাধুরীলতা মাত্র১৩ বছরে এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, ইংরেজিতে কবিতা রচনা করতে পারতেন।ভাই রথীন্দ্রনাথেরও একাদশতম জন্মদিনে পনেরো ছত্দের একটি কবিতা উপহার দিয়েছিলেন যার শুকটা ছিল; মাধুরীলতার গৃহশিক্ষিকা ছিলেন মিস পার্ণানস্, তিনি ছাড়াও লরেলওমিস অ্যালাজিয়োরের কথা জানা যায়।

১৯০০ সালের মাঝামাঝি, রবীন্দ্রনাথের কন্যা ‘বেলা’র বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তখনও তাঁর বয়স ১৪ পূর্ণ হয়নি। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় ছেলে শরৎকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে ১০ হাজার টোকা মৌতুক দিয়ে মাধুরীলতার বিয়ে হয় ১৯০১ সালের ১১ জুন।শরৎকুমারের বয়স তখন ৩০। রবীন্দ্রনাথের থেকে ৯ বছরের ছোটও মুগালিনী দেবীর চেয়ে ৪ বছরের বড় তখন জামাতা শরৎকুমার। যৌবনে বিবাহের প্ররক্তা রবীন্দ্রনাথ কেন যে এত তাড়াতাড়ি কন্যাদেয়র বিবাহ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, এটি তাঁর জীবনের একটি না,মেলা অঙ্ক সে বিবাহ দিতে গিয়ে অনেক অপমান, লাঞ্ছনাও আর্থিক ক্ষতি তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল।

রেলওয়ে ট্রাকে রেলোকে আন্দোলন রোধ করার জন্য আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মলিগাঁও, ৭ মে : রেল রোকে আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট বাধাত রোধ করার জন্য একটি নির্ণায়ক পদক্ষেপ



গ্রহণ করে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেলওয়ে ট্রাকে যেকোনো বিক্ষোভের প্রতি আইনি প্রয়োগের সাথে আর্থিক জবাবদিহিতার সমন্বয়ে একটি ঐতিহাসিক কৌশল শুরু করেছে। পরম্পরাগত প্রতিক্রিয়া থেকে সরিয়ে এসে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নাগরিক ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করে শুরু করেছে এবং এটি ভারতীয় রেলওয়ের পরিশেষেত্রে একটি বিরল পদক্ষেপ,

যা ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত করার জন্য দায়ীদের কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায় করে। এই কাজটি রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) দ্বারা রেলওয়ে আইনের অধীনে ফৌজদারী মামলায় পাশাপাশি করা হয়েছে, যাতে এই ধরনের ব্যাধাভেে জন্য

কঠোর আইনি পরিশ্রম নিশ্চিত করা যায়। এই পদক্ষেপের অধীনে, দীর্ঘদিনের রেল অবরোধের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য ৫.৯৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আলিপুরদুয়ার এবং মালদার দেওয়ানি আদালতে ইতিমধ্যেই দুটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধমূলক প্রভাব দেখা গেছে, এবং চারটি পরিস্থিতি রেল রোকে

কার্যসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে। আরপিএফ এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেলায়ের (উপরের উদাহরণে) দ্বারা সমর্থিত সিনিয়র ডিভিশনাল অপারেশনস ম্যানেজারদের (সিনিয়র ডিওএম) নেতৃত্বে পরিচালিত এই সমন্বিত প্রচেষ্টাকে জেনের মধ্যে প্রশাসনিক সংকল্প এবং আইনি উদ্ভাবনের একটি মডেল হিসেবে দেখা গেছে। স্থায়ী পদক্ষেপ এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের মাধ্যমে, ভারতীয় রেলওয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আন্দোলনের জন্য রেলওয়ে ট্রাকের অপব্যবহার নিক্রসাহিত করে বাধ্যানি ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এই জেনেরেপথে নিরাপত্তা, সময়নিষ্ঠতা ও জনসাধারণের সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিক্রিাবদ্ধ, পাশাপাশি যারা এই একধরনের প্রাণেরবা বিপন্ন করে, তাদের জবাবদিহি করতে বদ্ধপরিকর।

ভারতের পতাকা নিয়ে বিজেপির উল্লাস

মৌ দত্ত, কোচবিহার, ৭ মে : গতকাল রাতে পাকিস্তানের জঙ্গি ডেরা ধ্বংস করে শেওয়ার পর সকাল থেকেই উল্লাসে মাতোয়ারা সাধারণ মানুষ। বুধবার সকাল হতেই জাতীয় পতাকা নিয়ে সাধারণ মানুষ ভারত মাতা কি জয়, জয় হিন্দ বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। পিছিয়ে নেই রাজনৈতিক দলগুলিও। বুধবার সকালে কোচবিহার জেলা বিজেপির সদর কার্যালয়ের সামনে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েন। আরবি বেলায় ম্রুতে ওঠেন তারা ফাটানো হয় বাজি পটকা। জয় হিন্দ ভারত মাতা কি জয় পাকিস্তান মূর্দাবাদ এই শ্লোগানে রীতিমতে উল্লাস করতে থাকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। অপরদিকে রাস্তার পথ চলতি মানুষ ও শ্লোগান দিতে থাকেন এই উল্লাস দেখে। এই প্রসঙ্গে কোবিহার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বোস বলেন – এ সবে কলির সন্ধ্যা এখনো রাত বাকি রয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন শুধুমাত্র ট্রেলার দেখানো পাকিস্তান পুরো সিনেমা বাকি। অপরদিকে বিভিন্ন সেনা সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা সেনাবাহিনীকে নিয়ে কটাক্ষ করছিলেন তাদের উদ্দেশ্য ফোড পড়ে দেন তিনি। অপরদিকে উপোষা মিডিয়াতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ

উচ্চমাধ্যমিকে নবম রামপুরহাটের নাজফার

দূরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৭ মে : মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকেও সাফল্য পেল বীরভূমের ছেলেমেয়েরা। নবম শ্রান অধিকার করেছে রামপুরহাট জিতেন্দ্র লাল বিদ্যাবাসনের ছাত্র নাজফার রহমান। তার বাড়ি রামপুরহাট পুরসাবার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া কুসুম গ্রাম পঞ্চায়েতের শাড়িপাড়া এলাকায়। বাবা কাজি নুফার রহমান একই স্কুলের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। মা নাজমিন সুলতানা গৃহস্থী। যারা ৪৮-৯ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে নাজফার। আগামী দিনে আই টি ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে। নাজফার জানায়, মাধ্যমিকে ৪ নম্বরের জন্য রাজ্যস্তরে র‍্যাঙ্ক করতে পারিনি। ফলে জেলৈ চেষ্টে গিয়েছিল। ফলে উচ্চ মাধ্যমিকে র‍্যাঙ্ক করব আশে করেছিলাম। এই ফলাফল ভালো লাগছে। ভালো ফলাফলের জন্য বাবা মায়ের পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবদানের কৃতা স্বীকার করলেন নাজফার। সব সময় বই পড়তে ভালোবাসে। নিম্নিত ১০-১২ ঘণ্টা পড়তো সে। পাঠশালায় পাশাপাশি, গান শুনতে এবং বোনের সঙ্গে খেলতে ভালোবাসে সে। তার প্রিয় বিষয় পার্থক্যবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত। রসায়নে একটু ভালো হলে আরও র‍্যাঙ্ক হতে বলে জানায় নাজফার। এই সাক্ষাৎে মা বাবার পাশাপাশি স্কুল ও গৃহশিক্ষকদের কৃতিত্ব দিয়েছে সে। নাজফারের জীবন বর্ণন সাফল্য। কিন্তু সে স্পষ্ট জানাই, র‍্যাঙ্ক নিয়ে সে বেশি ভাবে নি। র‍্যাঙ্ক না হলেও, চলতো বলে জানাই সে। তবে তার লক্ষ্য অনেক দূরে। সেখানেই সে ছিঁর। আই অধিতিতে ভালো ফল করে এগিয়ে যেতে চায় সে। আজকের দিনে যারা শুধু র‍্যাঙ্ক নিয়ে পড়ে থাকে তাদের দলে নেই নাজফার।

সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করেন। সাংবাদিকদের মোমুখাশি হয়ে তিনি বলেন – ভারতীয়, সেনাবাহিনী যদি পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাটিকে নষ্ট করে দেয় বা ধ্বংস করে দেয় এর থেকে খুশি খবর আর কি হতে পারে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্যালুট তবে যেভাবে কাম্বাের সাধারণ মানুষের হতাা হয়েছিল সেরকম ভাবে তাকে নিরীহ মানুষের মৃত্যু না হয়। অপরদিকে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা কোচবিহার পৌসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লেখেন – ভারতীয় সেনাকে স্যালুট জানাই। ভারতীয় সেনার বীর্যু আবার প্রমাণ করলো

দেশের জন্য তারা নিজের জীবনকে বাজি রেখে লড়াই করে। জয় হিন্দ। গতকালের ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ভারতীয় সেনাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে, উল্লাস ব্যক্ত করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃব্রা। অপরদিকে কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত সূত্রের খবর অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। মূলত তিন বিধা সহ যে সমস্ত জায়গায় এখনও কাটাচরের বেড়া নেই সেই সমস্ত জায়গা বাড়ানো হয়েছে অতিরিক্ত বিএসএফ জওয়ান। যেকোনো রকম পরিস্থিতির জন্য অ্যালাট থাকতে নির্দেশ এসেছে বলে সুপ মারক্‌ত খবর।

MUTHOOT FINCORP LTD. சொপা নিবন্ধন সূচনা
Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnem Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U69929KL1997PLC011118. Ph: 491 471 4911, 23001427
এতদ্বারা সহস্রিক সুদ্য সূচা হচ্ছে যে 30.06.2024 & MSGL -SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, A5DL and all other 6 months tenure good loans up to 30.09.2024 and MSGB, SME Swamr & EMI due upto 31.03.2025. Also those good loans where interest is due and not paid up to 31.03.2025 are also included in this auction প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এই সূচাগুলি 10.06.2025 তারিখে সন্ধ্যা ১০ টা থেকে দিলম করা হবে।
NADIA DISTRICT - BADIKULLA: 4228000944, 4228009044, 4228009562, 4228001166, 4228020121, 4228020128, 4228020136, 4228020142, 4228020148, 4228020153, 4228020158, 4228020162, 4228020177, 4228020182, 4228020196, 4228020211, 4228020218, 4228020225, 4228020232, 4228020239, 4228020318, 4228020322, 4228020329, 4228020331, 4228020337, 4228020341, 4228020345, 4228020349, 4228020353, 4228020357, 4228020361, 4228020365, 4228020369, 4228020373, 4228020377, 4228020381, 4228020385, 4228020389, 4228020393, 4228020397, 4228020401, 4228020405, 4228020409, 4228020413, 4228020417, 4228020421, 4228020425, 4228020429, 4228020433, 4228020437, 4228020441, 4228020445, 4228020449, 4228020453, 4228020457, 4228020461, 4228020465, 4228020469, 4228020473, 4228020477, 4228020481, 4228020485, 4228020489, 4228020493, 4228020497, 4228020501, 4228020505, 4228020509, 4228020513, 4228020517, 4228020521, 4228020525, 4228020529, 4228020533, 4228020537, 4228020541, 4228020545, 4228020549, 4228020553, 4228020557, 4228020561, 4228020565, 4228020569, 4228020573, 4228020577, 4228020581, 4228020585, 4228020589, 4228020593, 4228020597, 4228020601, 4228020605, 4228020609, 4228020613, 4228020617, 4228020621, 4228020625, 4228020629, 4228020633, 4228020637, 4228020641, 4228020645, 4228020649, 4228020653, 4228020657, 4228020661, 4228020665, 4228020669, 4228020673, 4228020677, 4228020681, 4228020685, 4228020689, 4228020693, 4228020697, 4228020701, 4228020705, 4228020709, 4228020713, 4228020717, 4228020721, 4228020725, 4228020729, 4228020733, 4228020737, 4228020741, 4228020745, 4228020749, 4228020753, 4228020757, 4228020761, 4228020765, 4228020769, 4228020773, 4228020777, 4228020781, 4228020785, 4228020789, 4228020793, 4228020797, 4228020801, 4228020805, 4228020809, 4228020813, 4228020817, 4228020821, 4228020825, 4228020829, 4228020833, 4228020837, 4228020841, 4228020845, 4228020849, 4228020853, 4228020857, 4228020861, 4228020865, 4228020869, 4228020873, 4228020877, 4228020881, 4228020885, 4228020889, 4228020893, 4228020897, 4228020901, 4228020905, 4228020909, 4228020913, 4228020917, 4228020921, 4228020925, 4228020929, 4228020933, 4228020937, 4228020941, 4228020945, 4228020949, 4228020953, 4228020957, 4228020961, 4228020965, 4228020969, 4228020973, 4228020977, 4228020981, 4228020985, 4228020989, 4228020993, 4228020997, 4228030001, 4228030005, 4228030009, 4228030013, 4228030017, 4228030021, 4228030025, 4228030029, 4228030033, 4228030037, 4228030041, 4228030045, 4228030049, 4228030053, 4228030057, 4228030061, 4228030065, 4228030069, 4228030073, 4228030077, 4228030081, 4228030085, 4228030089, 4228030093, 4228030097, 4228030101, 4228030105, 4228030109, 4228030113, 4228030117, 4228030121, 4228030125, 4228030129, 4228030133, 4228030137, 4228030141, 4228030145, 4228030149, 4228030153, 4228030157, 4228030161, 4228030165, 4228030169, 4228030173, 4228030177, 4228030181, 4228030185, 4228030189, 4228030193, 4228030197, 4228030201, 4228030205, 4228030209, 4228030213, 4228030217, 4228030221, 4228030225, 4228030229, 4228030233, 4228030237, 4228030241, 4228030245, 4228030249, 4228030253, 4228030257, 4228030261, 4228030265, 4228030269, 4228030273, 4228030277, 4228030281, 4228030285, 4228030289, 4228030293, 4228030297, 4228030301, 4228030305, 4228030309, 4228030313, 4228030317, 4228030321, 4228030325, 4228030329, 4228030333, 4228030337, 4228030341, 4228030345, 4228030349, 4228030353, 4228030357, 4228030361, 4228030365, 4228030369, 4228030373, 4228030377, 4228030381, 4228030385, 4228030389, 4228030393, 4228030397, 4228030401, 4228030405, 4228030409, 4228030413, 4228030417, 4228030421, 4228030425, 4228030429, 4228030433, 4228030437, 4228030441, 4228030445, 4228030449, 4228030453, 4228030457, 4228030461, 4228030465, 4228030469, 4228030473, 4228030477, 4228030481, 4228030485, 4228030489, 4228030493, 4228030497, 4228030501, 4228030505, 4228030509, 4228030513, 4228030517, 4228030521, 4228030525, 4228030529, 4228030533, 4228030537, 4228030541, 4228030545, 4228030549, 4228030553, 4228030557, 4228030561, 4228030565, 4228030569, 4228030573, 4228030577, 4228030581, 4228030585, 4228030589, 4228030593, 4228030597, 4228030601, 4228030605, 4228030609, 4228030613, 4228030617, 4228030621, 4228030625, 4228030629, 4228030633, 4228030637, 4228030641, 4228030645, 4228030649, 4228030653, 4228030657, 4228030661, 4228030665, 4228030669, 4228030673, 4228030677, 4228030681, 4228030685, 4228030689, 4228030693, 4228030697, 4228030701, 4228030705, 4228030709, 4228030713, 4228030717, 4228030721, 4228030725, 4228030729, 4228030733, 4228030737, 4228030741, 4228030745, 4228030749, 4228030753, 4228030757, 4228030761, 4228030765, 4228030769, 4228030773, 4228030777, 4228030781, 4228030785, 4228030789, 4228030793, 4228030797, 4228030801, 4228030805, 4228030809, 4228030813, 4228030817, 4228030821, 4228030825, 4228030829, 4228030833, 4228030837, 4228030841, 4228030845, 4228030849, 4228030853, 4228030857, 4228030861, 4228030865, 4228030869, 4228030873, 4228030877, 4228030881, 4228030885, 4228030889, 4228030893, 4228030897, 4228030901, 4228030905, 4228030909, 4228030913, 4228030917, 4228030921, 4228030925, 4228030929, 4228030933, 4228030937, 4228030941, 4228030945, 4228030949, 4228030953, 4228030957, 4228030961, 4228030965, 4228030969, 4228030973, 4228030977, 4228030981, 4228030985, 4228030989, 4228030993, 4228030997, 4228040001, 4228040005, 4228040009, 4228040013, 4228040017, 4228040021, 4228040025, 4228040029, 4228040033, 4228040037, 4228040041, 4228040045, 4228040049, 4228040053, 4228040057, 4228040061, 4228040065, 4228040069, 4228040073, 4228040077, 4228040081, 4228040085, 4228040089, 4228040093, 4228040097, 4228040101, 4228040105, 4228040109, 4228040113, 4228040117, 4228040121, 4228040125, 4228040129, 4228040133, 4228040137, 4228040141, 4228040145, 4228040149, 4228040153, 4228040157, 4228040161, 4228040165, 4228040169, 4228040173, 4228040177, 4228040181, 4228040185, 4228040189, 4228040193, 4228040197, 4228040201, 4228040205, 4228040209, 4228040213, 4228040217, 4228040221, 4228040225, 4228040229, 4228040233, 4228040237, 4228040241, 4228040245, 4228040249, 4228040253, 4228040257, 4228040261, 4228040265, 4228040269, 4228040273, 4228040277, 4228040281, 4228040285, 4228040289, 4228040293, 4228040297, 4228040301, 4228040305, 4228040309, 4228040313, 4228040317, 4228040321, 4228040325, 4228040329, 4228040333, 4228040337, 4228040341, 4228040345, 4228040349, 4228040353, 4228040357, 4228040361, 4228040365, 4228040369, 4228040373, 4228040377, 4228040381, 4228040385, 4228040389, 4228040393, 4228040397, 4228040401, 4228040405, 4228040409, 4228040413, 4228040417, 4228040421, 4228040425, 4228040429, 4228040433, 4228040437, 4228040441, 4228040445, 4228040449, 4228040453, 4228040457, 4228040461, 4228040465, 4228040469, 4228040473, 4228040477, 4228040481, 4228040485, 4228040489, 4228040493, 4228040497, 4228040501, 4228040505, 4228040509, 4228040513, 4228040517, 4228040521, 4228040525, 4228040529, 4228040533, 4228040537, 4228040541, 4228040545, 4228040549, 4228040553, 4228040557, 4228040561, 4228040565, 4228040569, 4228040573, 4228040577, 4228040581, 4228040585, 4228040589, 4228040593, 4228040597, 4228040601, 4228040605, 4228040609, 4228040613, 4228040617, 4228040621, 4228040625, 4228040629, 4228040633, 4228040637, 4228040641, 4228040645, 4228040649, 4228040653, 4228040657, 4228040661, 4228040665, 4228040669, 4228040673, 4228040677, 4228040681, 4228040685, 4228040689, 4228040693, 4228040697, 4228040701, 4228040705, 4228040709, 4228040713, 4228040717, 4228040721, 4228040725, 4228040729, 4228040733, 4228040737, 4228040741, 4228040745, 4228040749, 4228040753, 4228040757, 4228040761, 4228040765, 4228040769, 4228040773, 4228040777, 4228040781, 4228040785, 4228040789, 4228040793, 4228040797, 4228040801, 4228040805, 4228040809, 4228040813, 4228040817, 4228040821, 4228040825, 4228040829, 4228040833, 4228040837, 4228040841, 4228040845, 4228040849, 4228040853, 4228040857, 4228040861, 4228040865, 4228040869, 4228040873, 4228040877, 4228040881, 4228040885, 4228040889, 4228040893, 4228040897, 4228040901, 4228040905, 4228040909, 4228040913, 4228040917, 4228040921, 4228040925, 4228040929, 4228040933, 4228040937, 4228040941, 4228040945, 4228040949, 4228040953, 4228040957, 4228040961, 4228040965, 4228040969, 4228040973, 4228040977, 4228040981, 4228040985, 4228040989, 4228040993, 4228040997, 4228050001, 4228050005, 4228050009, 4228050013, 4228050017, 4228050021, 4228050025, 4228050029, 4228050033, 4228050037, 4228050041, 4228050045, 4228050049, 4228050053, 4228050057, 4228050061, 4228050065, 4228050069, 4228050073, 4228050077, 4228050081, 4228050085, 4228050089, 4228050093, 4228050097, 4228060001, 4228060005, 4228060009, 4228060013, 4228060017, 4228060021, 4228060025, 4228060029, 4228060033, 4228060037, 4228060041, 4228060045, 4228060049, 4228060053, 4228060057, 4228060061, 4228060065, 4228060069, 4228060073, 4228060077, 4228060081, 4228060085, 4228060089, 4228060093, 4228060097, 4228070001, 4228070005, 4228070009, 4228070013, 4228070017, 4228070021, 4228070025, 4228070029, 4228070033, 4228070037, 4228070041, 4228070045, 4228070049, 4228070053, 4228070057, 4228070061, 4228070065, 4228

চা বাগানের সাহায্যে গ্রামবাসীরা নিজেরাই অর্থ ও স্ব্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে তৈরি করছেন পাকা সেতু

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ মে : চা বাগানের সাহায্য নিয়ে গ্রামবাসীরা নিজেনই অর্থ ও স্ব্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে তৈরি করছেন পাকা সেতু। আলিপুরদুয়ার জেলার চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স এলাকায় গেলে দেখা যাচ্ছে এই ছবি। সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের কাল্দিঝোরা নদীর উপর পাকা সেতু ছিল না এতদিন থেকে নেমে আসা খরস্রোতা। এই কাল্দিঝোরা নদীতে বর্ষাকালে প্রবল স্রোত দেখা যায়। ভূটান পাহাড় থেকে জল নেমে আসে এই নদীতে তখন সমস্যায় পড়ে নদীর এপারে ভাঙ্গাপাড়া বস্তুি ও নদীর ওপারে সেন্ট্রাল ডুয়ার্সের বাসিন্দারা। সেইসময় যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে পরিণত হহ্ন এলাকাটি। সব থেকে বেশি সমস্যা়য় পড়ে ভাঙ্গাপাড়া বস্তুি বাসিন্দারা, কেন না তাদেরকে বাজার ঘাট, হাসপাতাল, স্কুল, অফিস কোথাও যেতে হলে এই কাল্দিঝোরা নদী পেরিয়ে যেতে হয়। বছরের অন্য সময় নদীর উপর দিয়ে চলে যাতায়াত কিন্তু বর্ষাকালে খুবই সমস্যা হয়। তখন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, তাই কেউ অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দুস্কর হয়ে পড়ে। এক এলাকাবাসী জানান, স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল, কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সমস্যা আমাদের, সমাধানের পথ নিজেরাই খুঁজে নিয়োছি। সাহায্য করছে চা বাগান। একটি সেতু নির্মাণ করছি। বর্ষাকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য। গ্রামবাসীরা নিজেরা অর্থ ও স্ব্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে এই সেতু তৈরি করছেন। গ্রামবাসীরা জানান, আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। চা বাগান সাহায্য করছে অনেকটাই।

জামালপুরের ঐতিহ্যবাহী বাবা বুরোরাজের মেলা উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক বৈঠক

দূরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৭ মে : ঐতিহাপূর্ণ পূর্বস্থলীর জামালপুরের বুরো রাজ মন্দিরের মেলা অনুষ্ঠিত হবে ১১ মে থেকে, আর তার আগে



বৃধবার পূর্বস্থলীর জামালপুরের গরুরহাট সংলগ্ন এলাকায় এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। মেলা কমিটি, পূর্বস্থলী থানার আইসি প্রসেনজিত চ্যাট্জী, কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী, পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক নতুন চ্যাট্জী, পূর্বস্থলী ২ ব্লকের বিডিও পৌষালী চন্দ্রবৌতী, সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই বৈঠক শেষে মেলা কমিটির তরফে বিশ্রুনাথ ব্যানার্জী তিনি বলেন, ভলেন্টিয়ার এর জন্য কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে। মস্যাগী এবং ভক্তবৃন্দদের একটি করে পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখারও আবেদন জ্ঞানিয়েছেন তিনি। কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী তিনি বলেন বলি দেওয়ার জন্য একটি করে খাড়া কিব্বা দা আনার অনুমতি রয়েছে, এছাড়া কোন অস্ত্র নিয়ে এলে তা নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলেও এদিন জানিয়েছেন তিনি। বিধায়ক নতুন চট্টোপাধ্যায় কোন প্রচোচনায় পা না দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

বাড়ল কোচ সংখ্যা, খুশির হাওয়া উত্তরবঙ্গ জুড়ে!

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ মে : বাড়ল কোচ সংখ্যা, খুশির হাওয়া উত্তরবঙ্গ জুড়ে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুগম করতে এই উদ্যোগ রেল তরফে। উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য এ এক দারুণ সুখবর! হলদিবাড়ি- কেলকাতা সুপারফাস্টে ১২৩৬৬/১২৩৬৬৪) কোচ বাড়ানো হল। ৬ মে কলকাতা থেকে এবং ৭ মে হলদিবাড়ি থেকে যাত্রার সময় এই বর্ধিত কোচ যুক্ত হবে বলে জানিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। মালিগাওণ্ডের ডেপুটি কমার্শিয়াল ম্যানেজার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন। নতুন সমসৃষ্টি অনুযায়ী, কেলকালে যোরকার ১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪টি, এ সি থ্রি-টায়ার ৬ থেকে বেড়ে ৪ টি এবং স্লিপার কোচ ২ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ টি। এ সি থ্রি টায়ার ৬ থেকে বেড়ে ৮টি করা হয়েছে। সবমিলিয়ে আগে যেখানে মোট ২০ টি কোচ ছিল, এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৪ টি। শুধু হলদিবাড়ি নয়, কলকাতা - বালুরঘাট (১৩৬৬১/১৩১৬২) ট্রেনও বাড়ানো হয়েছে কোচ। এই সিদ্ধান্তে খুশি যাত্রীরা। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও হলদিবাড়ির মানুষের মধ্যে স্বস্তির হাওয়া বইছে। কাজের সূত্রে প্রায় প্রবেশ করছি উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে সাধারণ মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। এতদিন ট্রেন সংখ্যা সীমিত থাকায় এবং কোচ সংখ্যা সীমিত থাকায় সেই যাত্রা ছিল কষ্টান। প্রতিদিন যাত্রীদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে যাত্রা করতে হত বহু মানুষকে। এই অতিরিক্ত কোচ অন্তত কিছুটা হলেও সেই সমস্যার সমাধান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সাংবাদ ডা. জয়ন্ত রায় জানিয়েছেন, এটা এক অঞ্চলের জনমণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। মানুষের প্রয়োজন বুঝে রেল দফতর যে উদ্যোগ নিয়েছে, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। নির্বিঘ্ন যাত্রার পথে এটি নিঃসন্দেহে এক বড় পদক্ষেপ তা বলায় অপেক্ষা করা না!

৫ টি পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ মে : জামালপুরের জৌগ্রাম অঞ্চলে ৫ টি ঠাণ্ডা জলের প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। এরই সাথে পঞ্চায়েতের মিটিং রুমের এবং পঞ্চায়েতের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করা আজ। উদ্বোধন করেন জামালপুরের ভূগমূল্যের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান। তিনি প্রধান মন্ত্রিকা মন্তল, উপপ্রধান শাজাদন মণ্ডল, মৃদুল কান্তি মন্তল সহ পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ও পঞ্চায়েতের আধিকারিক ও কর্মীরা। পরে এসে যোগদান করেন বিধায়ক অলোক কুমার মাথি। মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, ঠাণ্ডা জলের প্রকল্প গুলির প্রত্যেকটিতে প্রায় ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা করে খরচ হয়েছে। এছাড়াও মিটিং রুমের জন্য আনুমানিক ৪ লক্ষ ও সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ৭ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে তিনি জানান। তিনি এলাকার মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাজ্যের মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের উন্নয়ন রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি পাড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। এই যে ঠাণ্ডা পানীয় জলের যে ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো তা বরষা রাখতে হবে বারক্ষণাবধি বক্ষণ করতে হবে সাধারণ মানুষকেই। তিনি পঞ্চয়েতে গিয়ে সকল সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন এবং নতুন তৈরি হওয়া ‘মিটিং রুমের প্রশংসা করেন। বিধায়ক অলোক কুমার্মাথি বলেন রাজ্যের সমস্ত উন্নয়ন পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই কার্যকর হয়। এই গরমের সময় ঠাণ্ডা পানীয় জনসাধারণ মানুষের তৃষ্ণা মেটাবে। নতুন ভাবে মিটিং রুম ও সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য পঞ্চায়েতের প্রশংসা করুন। প্রধান মন্ত্রিকা মন্তল বলেন তার সময়ে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে উন্নয়ন হচ্ছে তাতে উপ প্রধান সহ সকল সদস্য ও পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। তারা সকলে মিলে একটি টিম হিসাবে কাজ করছেন। উপ ডেপুথান শাজাহান মণ্ডল বলেন, তারা এমন কাজ করে যেতে চান যাতে পরের বোর্ড এসে তাদের স্মরণ করেন। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য জগবন্ধু ঘোষ বলেন পঞ্চায়েতের কাজ খুব ভালই হচ্ছে। তারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন পঞ্চায়েতের সঙ্গে।

ফকিরতলা থেকে টাংরা বেহাল ব্যস্ততম রাস্তা, সমস্যা়য় যানবাহন থেকে অসংখ্য গ্রামবাসী

দেবাশিষ কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৭ মে : স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফকিরতলা থেকে টাংরা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের পাশাপাশি চলাচল করে দশ হাজারেও বেশি গ্রামীন এলাকার মানুষজন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ রাস্তাটি এতটাই বেহাল যে মাঝে মাঝেই ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। বছর পাঁচেক আগে রাস্তাটি পিচ ঢালাই হয়। এরপর দু’বছর ঠিকাকা চললেও প্রায় তিন চূড়ান্ত বেহাল ফকিরতলা থেকে টাংরা ব্যস্ততম রাস্তাটি দীর্ঘদিন মেলামতের অভাবে রাস্তার প্রায় প্রতিটি জায়গায় পাথর বেরিয়ে ফকালসার চেহারার রূপ নিয়েছে। জায়গায় জায়গায় খানা খন্দে ভরে যাওয়ায় চরম সমস্যা়য় পড়েছে যানবাহন চলাকরে। রাস্তাটি দীর্ঘদিন মেলামত না হওয়ায় যানবাহন চলাচলে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ গ্রামীণ এলাকা টাংরা অঞ্চলের অধিকাংশ বাসিন্দাদের। রাস্তা মেলামতের ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে কোনরকম উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বলে জানান,

থেকে টাংরা, প্রায় তিন কিলোমিটার বেহাল হয়ে যাওয়া রাস্তার বিষয়ে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত বেরিয়ে ফকালসার চেহারার রূপ নিয়েছে। জায়গায় জায়গায় খানা খন্দে ভরে যাওয়ায় চরম সমস্যা়য় পড়েছে যানবাহন চলাকরে। রাস্তাটি দীর্ঘদিন মেলামত না হওয়ায় যানবাহন চলাচলে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ গ্রামীণ এলাকা টাংরা অঞ্চলের অধিকাংশ বাসিন্দাদের। রাস্তা মেলামতের ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে কোনরকম উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বলে জানান,



টাংরা অঞ্চলের বাসিন্দা আছিমা বিবি সহ অনেকেই। টাংরার বাসিন্দা বুদ্ধা আছিমা বিবি জানান, প্রায় তিন বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল। স্থানীয় পঞ্চায়েতের কোনও হেলদোল নেই। ফকিরতলা

পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি- সিপিএম জোট। তাপস বাবুর আশঙ্কা বর্ষার মধ্যে ওই রাস্তাটি আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। ওরা যদি রাস্তাটি মেরামত না করে সে ক্ষেত্রে আমরা চূপ করে বসে থাকবো না। তাপসবাবুর কথায় জনগণের স্বার্থে বর্ষার আগেই ওই রাস্তাটি মেরামত করে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি। অপরদিকে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতির অভিযোগকে খণ্ডন করে স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান কানাই দাস বলেন, ওই

রাস্তাটি স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের অধীনে নয়। পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তাপস ঘোষ বিদ্ভান্তিকর কথা বলছেন। রাস্তাটি আগাগোড়া নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে। উপ-প্রধান জানান, ফকিরতলা থেকে টাংরা প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। সাধারণ মানুষ যখন স্কোড প্রকাশ করছে ঠিক তখনই নিজেরদের বার্থতা ঢাকতে অন্যের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা বলে জানান, স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কানাই দাস।

পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগের নেটওয়ার্ক নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বিভাগীয় কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত

কলকাতা, ৭ মে : কলকাতায় পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগের নেটওয়ার্ক নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বিভাগীয় কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওউস্কর। এই বৈঠকে পূর্ব রেলওয়ের প্রধান দফতরের শীর্ষ আধিকারিকবৃন্দ, হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগের DRM এবং DGM(G), পূর্ব রেলওয়েও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ শ্রী কীর্তি আজাদ বা (বিশিষ্ট ক্রিকেটার), শ্রী বিজয় কুমার হালদাক, শ্রী অসিত কুমার মাল, শ্রী জগন্নাথ সরকার, শ্রীমতী মহয়া মিত্র, শ্রী নলিন সরেন, ডঃ শর্মিলা সরকার, শ্রী বাপি হালদার, শ্রীমতী সায়নী ঘোষ, শ্রী প্রদূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী পার্থ ভৌমিক ও মোঃ নদিমুল হক (রাজসভা সদস্য) উপস্থিত ছিলেন।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মাননীয় সাংসদের প্রতিনিধিগণ, যেমন- শ্রী শান্তনু ঠাকুর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী), শ্রীমতী শতাব্দী রায়, শ্রী সৌমিত্র খাঁ, শ্রীমতী মালা রায়, শ্রী খলিলুর রহমান, শ্রীমতী মিতালি বাগ, শ্রী আবু তাহের খান ও শ্রী সৌদত রায়ের প্রতিনিধি।



শ্রী মিলিন্দ দেওউস্কর, মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে, সকল মাননীয় সাংসদগণকে স্বাগত জানান। বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন শ্রী কীর্তি আজাদ বা, মাননীয় সাংসদ। বৈঠকে রেল পরিকাঠামো, যাত্রী সুবিধা ও সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। মাননীয় সাংসদদের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ও দাবিমুহুঃও শ্রী কীর্তি আজাদ বাঃ বর্ধমান স্টেশনে সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ এবং প্ল্যাটফর্ম ১ থেকে ৫ ও ৬ থেকে ৮ এর মাঝে ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাব দেন। শ্রী বিজয় কুমার হালদাকঃ পাকুড স্টেশনে হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেসের থামার দাবি ও বান্ধাঙ্গ এক্সপ্রেসে অতিরিক্ত এসি কোচ যুক্ত করার অনুরোধ জানান। শ্রী জগন্নাথ সরকারঃ রানাহাটের রোড ওভার ব্রিজ ও চুপী নদীর উপর ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ, এবং এসি লোকাল ট্রেন চালুর প্রস্তাব দেন। শ্রী প্রদূন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বালি স্টেশনে নিরাপদ পারাপারের জন্য আভারপাস নির্মাণের অনুরোধ জানান। শ্রী অসিত কুমার মালঃ মা তারা এক্সপ্রেস, শহীদ এক্সপ্রেস ও গণদেবতা

এক্সপ্রেসে অতিরিক্ত এসি চোয়ার কার যুক্ত হওয়ায় সম্ভ্রাষ প্রকাশ করেন এবং রামপুরহাটে শতাব্দী এক্সপ্রেসের থামা ও বর্ধমান-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুমকা-চালুর অনুরোধ জানান। শ্রী নলিন সরেনঃ দুমকা-রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের সমসৃষ্টি পরিবর্তন ও দুমকা-শ্রীমতীভা রুটে আরও ট্রেন চালানোর দাবি জানান। শ্রীমতী প্রতিমা মণ্ডলঃ দক্ষিণ বারাসাত ও জয়নগর মায়িলপুরের মাঝে গেট নং ১৩-এ রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণ এবং মালদা হল্টে আরও লোকাল ট্রেন থামানোর অনুরোধ জানান। শ্রীমতী সায়নী ঘোষঃ যাদবপুর স্টেশনের আধুনিকীকরণ ও আভারপাস নির্মাণ এবং চম্পাহাটির নিকটে গেট নং ১৩বিটি-তে রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাব দেন। শ্রীমতী মহয়া মিত্রঃ কৃষ্ণনগর স্টেশনের কাছে রেলভাঙ্গা মোড়ে রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানান। শ্রী বাপি হালদারঃ নিসপট্টিমার্কেট হল্ট স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা বৃদ্ধি ও শিয়ালদহ-মুখরাপুর রুটে নতুন ইমইউই লোকাল ট্রেন চালুর অনুরোধ জানান। ডঃ শর্মিলা সরকারঃ কাটোয়া-বর্ধমান রুটে আরও দুটি জোড়া ট্রেন চালু এবং কাটোয়ায় রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানান। শ্রী পার্থ ভৌমিকঃ ইছাপুর স্টেশনে অতিরিক্ত চিকিট কাউন্টার ও ব্যারাকসের স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ১ ও ৪ এর মাঝে ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের অনুরোধ করেন। শ্রী নদিমুল হকঃ রেল পরিষেবার সামগ্রিক মানোন্নয়নের ওপর জোর দেন।

লক্ষাধিক টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার দুই



দূরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৭ মে : এঃ এঃ অড্ভিস্যুন্ডের নাম যথাক্রমে অজয় কুমার ও বিনয় কুমার ওঝা। বৃধবার দুপুরে ধৃত অজয় কুমার ও বিনয় কুমার ওঝার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে কৃষ্ণনগর এন ডি পি এস আদালতে পেশ করে, তদন্তের স্বার্থে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে বিচারক ৬ দিনের মঞ্জুর করেন। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে এস টি এফের কাছে খবর আসে উত্তর প্রদেশ থেকে দুটি ট্রাকে নবদ্বীপ সৌরাস সঙ্গে রোডে অভিয়ান চালিয়ে দুটি আসবাবপত্র বোঝাই ট্রাক আটকের পাশাপাশি দুই অড্ভিস্যুন্ডকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার হওয়া দুই

পাচারকারীদের নাগাল পেতে গৌরঙ্গ সেতু রোডে ওত পেতে বসে থাকে এস টি এফের একাধিক আধিকারিক। বেশি রাতে আসবাবপত্র বোঝাই দুটি ট্রাক মুকুন্দপুর এলাকার একটি হোটেলের কাছাকাছি আশেতেই স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ট্রাক দুটিকে থিরে ফেলে এস টি এফের আধিকারিকের নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মীরা। পরে দুটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে আসবাবপত্রের ভিতরে লুকিয়ে রাখা তেত্রিশ হাজার দুশো বোতল নিষিদ্ধ কাজ সিরাফ ফেন্সিডিলের বাজার মূল্য আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা।

বাঁকুড়া জুড়ে উৎসবের মেজাজ

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৭ মে : পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার ‘ অপারেশন সিঁদুর’-এ একের পর এক জঙ্গি ঘাটি ধ্বংসের খবরে বাঁকুড়া জুড়ে খুশির হাওয়া। মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে এই প্রতিঅক্রমণের পর বৃধবার সকাল থেকেই শহর ও গ্রামে শুরু হয় বিজয়ের উৎসব। বাঁকুড়া শহরের দোলতলায় এদিন সকাল থেকেই বাজি ফাটিয়ে, মিষ্টি মুখ করে উল্লাস প্রকাশ করেন সাধারণ মানুষ। রাস্তায় পথচলতি অনেকেই এই আনন্দে সানিাল হন। বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলেও দেখা যায় একই ছবি। বিজেপি কবীরা পথচলতি মানুষ, গাড়ির চালক,

বিজ্ঞপ্তি
বোলপুর সিভিল জজ (জুনিয়ার বিভাগ) প্রথম আদালত, বীরভূম ১ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা ২০২২ সাল বাদী-সমিতি দঃ বনাম বিবাদী-কমিলিনী ঘড়াই দীণর এতদ্বারা মোকদ্দমার ১ নং বিবাদিনি কমলিনী ঘড়াই স্বামী প্রাপ্ত সারথী ঘড়াই সাকিম-য়তপতি, শান্তিনিকেতন, পোষ্ট ও থানা-শান্তিনিকেতন, জেলা-বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, সাকিম-য়তপতি, পোষ্ট ও থানা-শান্তিনিকেতন, জেলা-বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, সাকিম-সীমান্তকেন্দ্র, পোষ্ট ও থানা-শান্তিনিকেতন, জেলা-বীরভূম আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত নং মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতের মনন নোটিশ গ্রহণ না করায় আদালতের আশ্রম ক্রমে আপনাকে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো হইল যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৩০ দিন মধ্যে আপনি মোকদ্দমায় হাজির হইবেন, অন্যথা আপনার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা একতরফা বিচার হইবে। তারিঃ-০৬.০৫.২০২৫
অনুমত্যানুসারে সেরেস্তাদার,বোলপুর সিভিল জজ (জুনিয়ার বিভাগ) প্রথম আদালত

NOTICE
এখানে জানানো হচ্ছে যে, ০৬-০৬-২০২৫ তারিখ থেকে, আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড শ্যামপুর শাখার এ.এম.ফরওয়ার্ড কার্টব্যাক, ১ম ফাল, গোবিন্দপুর, পোঃ যারকবেড়িয়া, পোঃ শ্যামপুর জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১৪, প শ্চি ম ব দ্ছ । ফোন : ৪৪৫৭২১৭৪/৭৫৪৭৭১৭৫৪৬, পরিকাচ্যোগাঙ্গ সুবিধার জন্য গ্রাম - মার্শাল, পোঃ যারকবেড়িয়া, পোঃ শ্যামপুর, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৩১৪ফোন:৯৩৩১৩১৬৫০১/৪৪০১১১১১১১১ -এ স্থানান্তরিত হযো। গ্রাহকরা দয়া করে মনন রাখবেন যে গ্রাহকদের অসুবিধা এড়াতে সমস্ত প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে এবং এখনও কোনও অসুবিধার সমুখীন হযে, আরও নিশ্চয়নের জন্য নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।
শাখা প্রধান নং: ৪৪৫৭২১৭৪৩ এরিয়া প্রধান নং: ৭৫৪৭৭১৭৫৪৬ এইচ ও: ৪৪৬৪০৭০৬২৭
Asirvad Micro Finance Ltd. (Subsidiary of Managrapur Finance Limited) নিবন্ধিত অফিস: নং: ৭, ৭২ তলা, ব্রুদা হাউস ডায়ো, অরুা সলারি, চেম্বের ৬০০ ০০২, আনন্দপুর, ভারত কর্পোরেট অফিস: ভবন নং: ৪৪৫ বি. সি আনুডি ডি, চান্দাহাডি ভানাপাদ, ব্রিঙ্কর, কেরালা, ভারত-৬৪০৫৫৭

NOTICE
এখানে জানানো হচ্ছে যে, ০৬-০৬-২০২৫ তারিখ থেকে আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেডে এ.এম.ফরওয়ার্ড কার্টব্যাক, গুসকরাপা শাখা, ১২ তলা গরুডাই, ১০, ফেন্সিড ১ নং, ২৩৪, জঙ্গল নং: ১১০, যত্বম নং ১২৪৯/১, ১৫২৪/১, দাগ নং ২৮৬৪, গুসকরাপা ভান স্ট্যান্ডের কাছে, স্টেশনের কাছে, পোষ্ট ও পিঙ্গল গুসকরা, জেলা-বর্ধমান ফোন 7৪07৬73063/ 790৪5৪92৪৬৪ অফিসকালোত্তর সুবিধার জন্য গুসকরাপা শাখা, ইটচাড়া উত্তরপাড়া, পোষ্ট ও পোষ্ট গুসকরা, ফেনি, গুসকরা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১৩১২৬ ফোন 9৩৬৪1০2০০৪/790৪5৪92৪৬ হানান্তরিত হয। গ্রাহকরা দয়া করে মনন রাখবেন যে গ্রাহকদের অসুবিধা এড়াতে সমস্ত প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে এবং এখনও কোনও অসুবিধার সমুখীন হযে, আরও নিশ্চয়নের জন্য নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।
শাখা প্রধান নং: ৭৫৪১০2০০৪ এরিয়া প্রধান নং: 790৪5৪92৪৬ এইচ ও: ৪৪৬৪০৭০৬২৭
Asirvad Micro Finance Ltd. (Subsidiary of Managrapur Finance Limited) নিবন্ধিত অফিস: নং: ৭, ৭২ তলা, ব্রুদা হাউস ডায়ো, অরুা সলারি, চেম্বের ৬০০ ০০২, আনন্দপুর, ভারত কর্পোরেট অফিস: ভবন নং: ৪৪৫ বি. সি আনুডি ডি, চান্দাহাডি ভানাপাদ, ব্রিঙ্কর, কেরালা, ভারত-৬৪০৫৫৭



এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সঠিক পদ্ধতিতাদের এবং সাধারণভাবে সকল কনাসারগতকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (“আইআইএফএল”) সেবেস ডিফন্ড গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার মোটামু ও নিমিত্তগত পাঠানোর পত্রের ও তাদের নিয়ম প্রকল্পগুলিই করেননি বা বন্ধের অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত তালিকা আইনকট্টের অধীনে স্বরক্ষ করা সোনার অলঙ্কারগুলিই একটি সর্বজনীন দিচ্চ। **২০২৫.০২.২০২৫** তারিখের জেলা কেন্দ্রে: কলকাতা-কেন্দ্রে একটিউ ডিউবল, জেলাঃ আড্ডিউডি, গ্রাউন্ড ফেন্সিড, চিপি, ফেন্সি ডিউ, এনবিসিআইয়ের বিবরণে, কলকাতা-২০০০৩৬, পশ্চিমবঙ্গ, সকাল 1০:০০ টা শুরু হবে। স্কেনা বা তারিখের স্কেনা পরিবর্তন (যদি প্রয়োজন হয়) নিম্নায় সাইটে স্টোপ করা হবে। নিম্নি তারিখে নিলাম করা না গেলে বা রাইসি সফর্ম না হযে, একই নিমম ও শুর্তে অধীনে পরবর্তীতে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সরক্ষম করে। গ্রাহকের মূহুর ক্ষেত্রে, নিলামের সবশ শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারী দ্বারা প্রযোজ্য হবে।

পোশা স্কেনা আর্কাউন্ট নম্বর: GL32647630, GL32663525, GL32910518, GL32921663, GL31973221, GL31991511, GL32838007, GL23513517, GL34061881, GL31861014, GL31951469, GL33279268, GL33927683, GL30887901, GL30900876, GL32215209, GL32678940, GL32692676, GL33032610, GL33054200, GL34246136, GL34268835, GL30791272, GL30798416, GL32618407, GL25254573, GL28191679, GL29515766, GL30982177, GL33106689, GL32724714, GL32742674, GL32825432, GL33415435, GL33542980, GL33735053, GL34003217, GL34022482, GL3134430, GL34260623, GL34323121, GL34260623, GL34260623, GL25678884, GL26480368, GL28905379, GL29092139, GL31881764, GL32889712, GL31840611, GL34297990, GL24443899, GL25672566, GL33313250, GL33322380, GL33345657, GL33354157, GL34162621, GL34186708, GL34295531, GL31952231, GL32312886, GL32321836, GL3364007, GL33372897, GL33282432, GL33359914, GL33359944, GL334093023, GL324819306, GL32711276, GL3121097, GL34016109, GL34178794, GL26406930, GL32279932, GL32792538, GL32800807, GL32808942, GL328233011, GL33952810, GL34231433, GL31665858, GL32032578, GL32806777, GL32830887, GL31827807, GL32007846, GL32822643, GL3282891, GL32972430, GL32984692, GL34015883, GL34081667, GL34037138, GL32870543, GL33096887, GL33098834, GL31882481, GL31904025, GL33304325, GL33350615, GL33365905, GL34016977, GL34050612, GL34128762, GL34141213, GL34149979, GL34225736, GL327178974, GL27179079, GL28966697, GL29993163, GL32789975, GL33578602, GL34177478, GL34248501, GL30788130, GL30798307, GL34096957, GL34311517, GL25060835, GL26671732, GL26855893, GL27539890, GL29413706, GL29601149, GL32482485, GL26354461, GL26357954, GL33949509, GL33966153, GL25996808, GL25984632, GL32942742, GL32954481, GL34034318, GL33056045, GL33073558, GL33565389, GL34225235, GL30765766, GL34017903, GL31537244, GL26564478, GL27115794, GL28319192, GL29389363, GL32659887, GL32585731, GL34096976, GL34109143, GL34120311, GL34140426, GL34303359, GL22283773, GL31889925, GL34694709, GL32614789, GL32637598, GL32704901, GL32732161, GL32745278, GL34277341, GL24891611, GL26698068, GL28714655, GL323912802, GL32922836, GL32976398, GL32976966, GL32989092, GL32989890, GL34229197, GL34232709, GL29400137, GL30877282, GL30897669, GL3202166, GL33207858, GL33316499, GL340300033.

কলকাতা (নিয়ম) “যেখানে ঘেরকভাবে আছে”, “যেহাতবস্থায় আছে” এবং “যা আছে” ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলঙ্কারের গুণমান, বিস্তৃভূত, কার্যক্রেতা, গুণন বা জাল্যোপনে বিধানে কোনো প্রতিদ্বিধি বা অপ্রেক্ষি দেবে না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব পোশি ঘড়াই তার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম জাল্যো থেকে যে কোনও জাল্যোটি এবং কেন্দ্রে ও কাজকে স্থগিত করতে পারে ও অসাপরিত করতে পারে এবং তাই কোনও কলকাতা বা জানিয়ে তারা যে কোনও কলকাতা বা সমস্ত জি বা অম্বর প্রত্যাশন করেন এবং স্কেনা করা গুপ্তপ্রতিভাটির বিবরণ, বাকের বাদা অম্বর এবং অ্যানা বিবরণ সঠিকভাবে উল্লিখিত শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। পোশি গুপ্তপ্রতিভা(র)দের কাছে সাপ্তাহিকভাবে সুব এবং সপ্ত প্রয়োজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বাকের পরিচালনা করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের গুপ্ত প্রত্যাশন করা বা নোটি নিমিত্তে দায়বদ্ধ রয়েছে। নিম্নোক্তের তাখি পণ্য, কিন্তু এগুলি করতে বার্থ হযে প্রক্রেতার নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বাকের। (যদি প্রয়োজ্য হয়) সুব ও বখার সহ অম্বর বাক হযে। অতঃ, এই প্রকাশনার সাথে গ্রাহক বা বেপ্তলাইক্স কলকাতা জাল্যোতে তাদের উল্লিখিত পোশি(র)দের কাছে বন্ধন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ সেরেজের জন্য গুপ্তপ্রতিভাদের তাদের স্টোপ্ট ব্যাঙ্ক আর্কাউন্টে বিবরণ রাখা। শাখাউড করার অনুমোদন করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিজ্ঞারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডে সরিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

জাতীয় দলের প্রস্তুতি শিবিরে ডাক পেলেন বাগানের ৭ ফুটবলার

দুর্ঘট্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ ভারতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ মানোলা মার্কুয়েজ ৭ মে, ২০২৫ কলকাতায় শুরু হওয়া চলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য ২৮ সদস্যের সম্ভাব্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন। এই ক্যাম্পটি ১৮ই মে থেকে শুরু হবে এবং এটি জুন মাসে অনুষ্ঠিতব্য ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডার প্রস্তুতির অংশ। এই প্রস্তুতি শিবিরের মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সাত ফুটবলার। ভারত বর্তমানে একফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ যোগ্যতা অর্জন পর্বের চূড়ান্ত রাউন্ডে রয়েছে। যেখানে তাদের সঙ্গে ‘সি’ গ্রুপে রয়েছে বাংলাদেশ, হংকং ও সিঙ্গাপুর। এই গ্রুপের ম্যাচগুলো হোম-অ্যাওয়ারে ডিভিডে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে ভারত বাংলাদেশের বিপক্ষে মিলিয়ে ০-০ গোলে ড্র করে। একই ফলাফলে সিঙ্গাপুর ও হংকং মধ্যকার



ম্যাচটিও শেষ হয়। ফলে চারটি দলই অপাতত এক পয়েন্ট নিয়ে সমানতালে এগোচ্ছে। আগামী ১০ জুন, ভারতের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকছে হংকং। কারণ তাদের বিপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ার ম্যাচ, যা অনুষ্ঠিত হবে কাই তাক স্পোর্টস পার্কে, কোলুন সিটিতে। এর আগে ৪ জুন থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ফিফা আন্তর্জাতিক বীতি ম্যাচ খেলবে ভারত, যা অনুষ্ঠিত হবে ব্যাংককে। এই প্রস্তুতিমূলক ম্যাচের আগেই ব্রু টিহিগাররা কলকাতায় একটি ১০ দিনের ঘরোয়া ক্যাম্পে অংশ নেবে।

ঘোষিত ২৮ সদস্যের স্কোয়াড। গোলকিপার-হুস্কি তিওয়ারি, বিশাল কাইথ, গুরমিত সিং, অমরিন্দর সিং। ডিফেন্ডার-

নাওরেম রোশন সিং, রাহুল ভেঙ্কে, কনশাম চিংলেনসানা সিং, আনোয়ার আলি, খাদ্জাম বরিস সিং, সন্দেপ রিঙ্গান, আশিস রাই, শুভাশীষ বোস, মেহতাব সিং, তেজচাম অভিষেক সিং, নিখিল প্রভু। মিডফিল্ডার-সুরেশ সিং ওয়াংজাম, নাওরেম মহেশ সিং, আয়ুধ দেব ছেরী, উদাত্তা সিং কুমার, লালেংমাভিয়া রালতে (অপুহিয়া), লিস্টন কোলাসো, আশিক কুকনিয়ান, ব্র্যান্ডন ফার্নান্দেজ। ফরোয়ার্ড-সুনীল ছেরী, ইরফান ইয়াদওয়াদ, মানবীর সিং, সুহেল আহমদ ভাট, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতো।

এই স্কোয়াডে অভিজ্ঞ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের মিশ্রণ দেখা মাছে। সুনীল ছেরীর নেতৃত্ব ও অভিজ্ঞতা তরুণদের জন্য হবে অনুপ্রেরণাদায়ক। অন্যদিকে সুহেল আহমদ ভাট ও ইরফান ইয়াদওয়াদের মতো নতুন মুখরাও

আইসিসি-র টেস্ট র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ শীর্ষে রয়েছেন জাদেজা, বুমরাহ



দুবাই, ৭ মেঃ আইসিসি-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী, সর্বশেষ আইসিসি পুরুষ টেস্ট র‍্যাঙ্কিং-এর অলরাউন্ডারদের তালিকায় ভারতীয় তারকা স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটার মেহেদি হাসান মিরাজের উত্থান ঘটেছে এই তালিকায়। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য মিরাজ টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকায় এক ধাপ এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। যদিও মনে রাখা দরকার, নিজেদের ঘরের মাঠে বিজয়ে নেমেও জিম্বাবোয়ের মতো তুলনায় দুর্বল দলের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ সিরিজ জিততে পারেনি। বরং প্রথম ম্যাচে তারা হেরে গিয়ে লজ্জার মুখে পড়েছিল, এরপর দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সমতায় ফেরে এবং সিরিজ ১-১ ফলে ড্র হয়ে যায়। দুটি

টেস্টে মিরাজ ১১৬ রান করেছেন এবং ১৫ উইকেট নিয়েছেন। আইসিসি পুরুষ টেস্ট র‍্যাঙ্কিং-এ তার ক্যারিয়ার সেরা ৩২৭ রোটিং পয়েন্ট অর্জন করেছেন। তিনি এখন শীর্ষস্থানীয় জাদেজার থেকে মাত্র ৭৩ রোটিং পয়েন্ট পিছিয়ে। অর্থাৎ আগামী কয়েকটা টেস্টে যদি তিনি ভালো পারফরমেন্স করতে পারেন, তাহলে তিনি শাখিব আল হাসানের মতোই আইসিসির অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে ওঠার নজির গড়তে পারবেন। এদিকে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন দঃ আফ্রিকার মার্কো জানসেন। চট্টগ্রামে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের জয়ে মিরাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ৭ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ২৭ বছর বয়সী ক্রিকেটার একটি গুরুত্বপূর্ণ সেঞ্চুরি করেছিলেন এবং ম্যাচের তৃতীয় ও শেষ দিনে পাঁচ উইকেট নিয়ে দলকে জয় এনে দিয়েছিলেন। তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ফলে অন্যান্য ব্যক্তিগত বিভাগেও উন্নতি হয়েছে। দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরির পর টেস্ট ব্যাটসম্যানদের তালিকায় মিরাজ আট ধাপ এগিয়ে ৫৫তম স্থানে উঠে এসেছেন। এদিকে ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ জো রুট টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিং-এ শীর্ষস্থানে রয়েছেন। জিম্বাবোয়ের অভিজ্ঞ বাহ্যতি ব্যাটার শন উইলিয়ামস এবং বাংলাদেশের ওপেনার সাদমান ইসলামও চট্টগ্রামে ভালো পারফরম্যান্সের পর র‍্যাঙ্কিং-এ উন্নতি করেছেন। টেস্ট বোলারদের তালিকায় মিরাজ দুই ধাপ এগিয়ে ২৪তম স্থানে উঠে এসেছেন। টেস্টের বোলারদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন ভারতীয় দলের পেসার জসপ্রীত বুমরাহ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগামী মাসের টেস্ট সিরিজে নিজের জায়গা আরও মজবুত করে নেওয়ার সুযোগ থাকছে জসপ্রীত বুমরাহর কাছে।

আমরা তোমার স্টেডিয়াম উড়িয়ে দেব, হুমকি ইমেল পেল গুজরাত ক্রিকেট সংস্থা

গান্ধীনগর, ৭ মেঃ ২২ এপ্রিল জন্ম-কান্মীরের পহেলগামে জন্ম হামলায় মারা গিয়েছিলেন ২৬ জন। অভিযোগের আঙুল ওঠে পাকিস্তানের দিকে। তারপরই একাধিক বৈঠক হয় দিল্লিতে। প্রত্যাখ্যাত চেয়েছিল দেশবাসী। সেনাবাহিনীর তিন বিভাগকে পহেলগামের ঘটনার বদলা নিতে যেকোনও রকম অভিযানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় কেন্দ্র। ঘটনার ১৫ দিনের মাথায় সেই হামলার বদলা নিল ভারত। পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কান্মীরে স্বত্বাস্বাবাদী ঘাঁটিতে সার্জিকাল স্ট্রাইক চালিয়ে গুটিয়ে দেওয়া হল জইশের হেডকোয়ার্টার ও মাদ্রাসা। ৬ ও ৭ মে রাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী সফলভাবে ‘অপারেশন সিঁদুর’ পরিচালনা করে স্বত্বাস্বাবাদের মূল পরিকল্পনাকারী পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দেয়। এই অভিযানে বিধস্ত পাকিস্তান সুরেন খবর, এই হামলায় অন্তত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে ও গুরুতর জখম আরও ৬০। এদিকে,



লাইনের এই ইমেল এসেছে। এতে লেখা আছে ‘আমরা তোমার স্টেডিয়াম উড়িয়ে দেব।’ ইমেল পাওয়ার পর দ্রুত পুলিশকে খবর দেওয়া হলে আহমেদাবাদ পুলিশের উর্ধ্বতন অধিকারিকদের একটি দল এসে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল তৎক্ষণিকভাবে নারেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পৌঁছয়। এরপর সেখানে পুশুনপুশু তল্লাশি চালানো হয়। গুজরাত ক্রিকেট সংস্থার কাছে ময়লবার সকালে আসা এই হুমকি ইমেলটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখছে। কারণ আগামী দিনে নারেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দুটি আইপিএল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আজ একটি হুমকি ইমেল এসেছে। আহমেদাবাদের নারেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে এই ইমেলটি এসেছে। গুজরাত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, পাকিস্তান থেকে নামক একটি ইমেল আইডি থেকে ‘আমরা

কেরালা টু মোহনবাগান! কলকাতার মাটিতে সাহালের নতুন স্বপ্নের সূচনা

দুর্ঘট্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মেঃ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মিডফিল্ড মায়েরো সাহাল আব্দুল সামাদ কেরালা থেকে কলকাতায় তার যাত্রাকে চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ২৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার তার ক্যারিয়ারের নতুন অধ্যায়ে মোহনবাগানের সঙ্গে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছেন। কেরালা ব্লাস্টার্স একসি-তে সাহাল তার ফুটবল যাত্রা শুরু করেন। যুব দল থেকে উঠে এসে তিনি দ্রুত সিনিয়র

ধরে রাখেন। স্পোর্টস্টারের সঙ্গে আলোপে সাহাল তার এই স্থানান্তরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “কেরালায় আমরা ট্রফির জন্য লড়াই করতাম, কিন্তু মোহনবাগানে এসে একটা আলাদা মানসিকতার পরিচয় পেয়েছি। এখানকার খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, ম্যানেজমেন্ট-সবাই চ্যাম্পিয়ন মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এই পদক্ষেপ নেওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু আমি এটাকে ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছি।” মোহনবাগানের



দলে নিজের জায়গা পাকা করেন। তার মাঠের নৈপুণ্য এবং বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাকে ২০১৯-২০ মৌসুমে আইএসএল-এর উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতিয়েছে। ২০২১-২২ মৌসুমে তিনি কেরালাকে আইএসএল ফাইনালে নিয়ে যান। এর পরে তিনি ভারতীয় জাতীয় দলে ডাক পাইয়ে দেয়। ২০২৩ সালে সাহাল মোহনবাগানে যোগ দেন এবং প্রথম মৌসুমেই (২০২৩-২৪) আইএসএল লিগ শিল্ড এবং কাপ জয় করেন। পরের মৌসুমেও তিনি মেরিনার্সের হয়ে এই দুটি শিরোপা

হয়ে ডাবল জয়ের মৌসুমে সাহালের পথ মসৃণ ছিল না। ইনজুরির কারণে তিনি মৌসুমে মাত্র ৮১৬ মিনিট মাঠে খেলতে পারেন এবং একটি অ্যাসিস্ট করেন। তবে, তার প্রভাব কেবল পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ নয়। প্লে-অফে পর্বে ইনজুরি থেকে ফিরে তিনি আইএসএল ফাইনালে বদলি হিসেবে মাঠে নেমে জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সাহাল বলেন, “ইনজুরি ফুটবলের অংশ। আমার দলের মেডিকেল টিম এবং ফিজিওরা আমাকে সুস্থ হতে সাহায্য করেছে। এটা আমাকে ধৈর্য এবং কঠোর পরিশ্রমের শিক্ষা দিয়েছে।”

এই বিদেশি ডিফেন্ডারের দিকে নজর পাঞ্জাব এফসির



চণ্ডীগড়, ৭ মেঃ আগের মরসুম থেকেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগে অংশগ্রহণ করে আসছে পাঞ্জাব এফসি। সেবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ও সুপার সিন্স নিশ্চিত করতে পারেনি অহিলিগ জয়ী এই ফুটবল দল। সেই হতাশা কাটিয়েই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই ছিল পাঞ্জাবের এই ফুটবল ক্লাবের। সেইমতো আমূল বদল দেখা গিয়েছিল দলের অন্দরে। পুরনো কোচের পরিবর্তে দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গ্রীক কোচ প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসকে। সেইসাথে দলের সঙ্গে যুক্ত করা হয় একের পর

এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারকে। যাদের সঙ্গে নিয়ে এই সিজনে দুর্ঘট্ত ছন্দে ধরা দিয়েছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। বলাবাহুল্য, দেশের প্রথম ডিভিশনের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম থেকেই তাদের দার্পট নিঃসন্দেহে চাপে ফেলে দিয়েছিল একের পর এক হেডিংয়েট দলকে। কিন্তু সময় এগোনোর সাথে সাথেই বদলাতে শুরু করে গোটা পরিস্থিতি। বিগত বেশ কয়েকটি ম্যাচে এগিয়ে থেকেও জোর থাকা যেতে হয় দলকে। যারফলে, একটা সময় পয়েন্ট টেবিলের প্রথম চারের মধ্যে ঝোরাফেরা করলেও সেখান থেকে অনেকটাই নিচে নেমে আসতে হয় লুকা মাজলেনদের। আসলে চোটের পাশাপাশি কার্ড সময়সার দরুন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পাননি ডিলমপেরিস। স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব পড়েছিল পারফরম্যান্সে। এই সব দিক মাথায় রেখেই মরসুমের উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডোতে দলের মধ্যে কয়েকটি বদল আনার পরিকল্পনা করেছিল ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসেনি সাফল্য। আইএসএলের পর সুপার কাপ নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সকলে। কিন্তু নক আউটেই ছিটকে যেতে হয়েছিল দলকে। এই থাকা কাটিয়ে এখন থেকেই আগামী মরসুমের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে পাঞ্জাব। এক্ষেত্রে দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বিদেশি ফুটবলারদের দিকেও নজর রয়েছে পাঞ্জাবের। যার মধ্যে এবার উঠে আসতে শুরু করেছে রুবেন ছুগেনহাউজের নাম। বর্তমানে সাইপ্রাসের কুটবল ক্লাব এনোসিস নিয়ন প্যারালিমনিওর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এই ডাচ ডিফেন্ডার। পূর্বে অ্যাজাকস থেকে শুরু করে ইয়ং একসি উট্রেখট এর মতো ফুটবল ক্লাবে খেলেছেন এই তারকা। নবা আইএসএল সিজনে তাঁকেই দলে টানতে চাইছে পাঞ্জাব এফসি। সেইমতো কথাবার্তা ও নাকি এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। শেষ পর্যন্ত আদৌ তিনি ভারতে আসেন কিনা সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

বন্ধ বিমানবন্দর, ধর্মশালা থেকে সরতে পারে পাঞ্জাব-মুম্বই ম্যাচ

ধর্মশালা, ৭ মেঃ ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পাকিস্তান। সূত্রের ধবং, এই হামলায় অন্তত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম আরও ৬০। আর এর পর থেকেই মনে করা হচ্ছে প্রভাঘাত আসতে পারে পাকিস্তানের দিক থেকেও। তাই বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করেছে ভারত সরকার। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পরেই দেশের বিরুদ্ধে কিছু বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হিমাচলপ্রদেশের ধর্মশালা বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দর বন্ধ থাকবে আগামী ১০ মে ভোর ৫.৩০ পর্যন্ত। এদিকে ধর্মশালা হল পাঞ্জাব কিংসের দ্বিতীয় হোম গ্রাউন্ড। পিবিএকএস এখানকার স্টেডিয়ামেই খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে। কিন্তু ধর্মশালা বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছে দিল্লি ও মুম্বই। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, ধর্মশালা থেকে সরে যেতে পারে মুম্বই ম্যাচ। আর সেই ম্যাচ হতে পারে ডিওয়াই পাটিল অথবা ব্র্যারোন স্টেডিয়ামে। তবে এই মুহূর্তে দিল্লি ক্যাপিটালস ধর্মশালায় থাকায় তাদের ক্ষেত্রে হয়তো কোনও সমস্যা হবে না। এদিকে দুর্দিনে পরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ধর্মশালায় পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু এই অবস্থায় সেটা আর কোনওমতেই সম্ভব নয়।

৭ গোলের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে বার্সেলোনাকে বিদায় করে ফাইনালে ইন্টার মিলান

শুরুতে ম্যাডম্যাডে ফুটবলের পর একটু একটু করে জমে উঠল লড়াই। ফের দুই গোল করে এগিয়ে গেল ইন্টার মিলান। বিরতির পর হয় মিনিটের মধ্যে তাদের জালে দুবার বল পাতিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বার্সেলোনা। শেষ দিকে আরেকটি গোল করে যখন জয়ের দুয়ারে তারা, তখনই নতুন করে নাটকীয়তা। সমতা ফিরিয়ে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে টেনে নিল ইতালিয়ান দলটি। সেখানে বাজিমাতে করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠল তারা।

মিলান, ৭ মেঃ মিলানের সান সিরোয় মঙ্গলবার রাতে রোমাঞ্চে টাসা এক লড়াই দেখল ফুটবল বিশ্ব। সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে ১২০ মিনিটের লড়াইয়ে ৪-৩ গোলে জিতে, দুই লেগ মিলিয়ে ৭-৬ গোলের অগ্রগামিতায় শেষ বাপে পৌঁছে গেল ইন্টার মিলান। ঘরের মাঠে প্রথম লেগে দুই দফায় পিছিয়ে পড়ে ৩-৩ ড্র করেছিল বার্সেলোনা। এবারের লড়াইয়ে প্রথমার্ধে সেরা চেহারায দেখা যাবনি বার্সেলোনাকে। দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত খেলে জয়ের সম্ভাবনা জাগায় তারা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের হতাশায় ডুবিয়ে ২০২৩ সালের পর আবার ইউরোপ সেরার মধ্যে ফাইনালে জায়গা করে নিল ইন্টার। লাউতারাে মার্তিনেজ ও হাকান কালহানোগলুর গোলে ইন্টার এগিয়ে যাওয়ার পর বার্সেলোনার হয়ে একে একে জালের দেখা পান এরিক গার্সিয়া, দানি ওলমো ও রাফিনিয়া। যোগ করা সময়ে ফ্রান্সেসকো আর্চেবি সমতা ফেরানোর পর অতিরিক্ত সময়ে ব্যবধান গড়ে দেন দাড়িডে ফ্রান্সেসি। প্রথম লেগের মতো এবারও দারুণ খেলেন ১৭ বছর বয়সী লার্মিনে ইয়ামাল। তার কয়েকটি প্রচেষ্টা অসাধারণ নৈপুণ্যে ব্যর্থ করে দেন ইয়ান সমের। দুই লেগ মিলিয়ে মোট ১৪টি সেড করে দলকে ফাইনালে তুলতে বড় অবদান রাখেন এই সুইস গোলরক্ষক। ফিরতি লেগে ম্যাচ শেষ তিনিই। আগামী ৬১ মে মিউনিখে শিরোপা লড়াইয়ে পিএসজি অথবা আর্সেনালের মুখোমুখি হবে সিমোনে ইনজাগির দল। ম্যাচে বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল ভেভের পাননি বেলের নাগাল। দুই মিনিট পর ২০ গজ দূর থেকে ইন্টারের হেনরিখ প্রতাপক্ষের বাধায় টিকমতো শট নিতে পারেননি ইয়ামাল। দূরের পোস্টে ফেররান ক্রুসে ও পাননি বেলের নাগাল। দুই মিনিট পর ২০ গজ দূর থেকে ইন্টারের হেনরিখ মাখিভারিয়ানের নিচু শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। ৪১তম মিনিটে বজ্জের ভেভের থেকে কালহানোগলুর শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। ৪২তম মিনিটে পাউ কুবার্সি বাধায় লাউতারাে মার্তিনেস বজ্জ পড়ে বাইরে থেকে শট নেন ইয়ামাল, তবে বল যায়



নেন চোট কাটিয়ে ফেরা লাউতারাে মার্তিনেসকে। গোলরক্ষক ভয়চেষ্টা স্ট্যানালি আগেই এগিয়ে আসায় ফাঁকা জালে বল পাঠাতে ভুল করেননি বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার। ৬৬তম মিনিটে দারুণ এক সুযোগ পায় সবশেষ ২০১৫ সালে ফাইনালে খেলা বার্সেলোনা। তবে বজ্জ চুকে প্রতাপক্ষের বাধায় টিকমতো শট নিতে পারেননি ইয়ামাল। দূরের পোস্টে ফেররান ক্রুসে ও পাননি বেলের নাগাল। দুই মিনিট পর ২০ গজ দূর থেকে ইন্টারের হেনরিখ মাখিভারিয়ানের নিচু শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। ৪১তম মিনিটে বজ্জের ভেভের থেকে কালহানোগলুর শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। ৪২তম মিনিটে পাউ কুবার্সি বাধায় লাউতারাে মার্তিনেস বজ্জ পড়ে বাইরে থেকে শট নেন ইয়ামাল, তবে বল যায়

সাদা না দিলেও পরে ভিএআরে মনিটরে রিপ্লে দেখে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। বার্সেলোনার খেলোয়াড়রা যদিও প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। সফল স্পট কিংক ব্যবধান বাড়ান কালহানোগলু। ৫৪তম মিনিটে ব্যবধান কমায় বার্সেলোনা। বজ্জের বাঁ দিক থেকে

জেরার্দ মার্তিনের ক্রুসে চমৎকার ভলিতে টিকানা বুজেন নেন ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়া। চার মিনিট পর সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও পারেনি সফলকারীরা। প্রতিপক্ষের কর্নার রুখে পাষ্টা আক্রমণে ওঠে তারা। বজ্জ মার্তিনেসের পাস সবশেষ ২০১৫ সালে গার্সিয়া, দুর্দান্ত সেডে দলকে এগিয়ে রাখেন ইয়ান সমের। ওই হতাশার দুই মিনিট পরই অবশ্য সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। মার্তিনের ক্রুসে বজ্জ দারুণ ছেডে বল জালে পাননি ওলমো। ম্যাচে তখন ২-২ ও দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৫ সমতা। ৬৮তম মিনিটে ইয়ামালকে মিডফিল্ডার মাখিভারিয়ান ফেলে দিলে শুরুতে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তবে বজ্জের একটু বাইরে ফাউল হওয়ায় ভিএআরের সাহায্য টি-কিক নেন তিনি। ৭৭তম মিনিটে বজ্জের বাইরে থেকে ইয়ামালের বাঁকানো শট

ঝাঁপিয়ে এক হাতে ব্যর্থ করে দেন সমের। নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট বাকি থাকতে ৩-২ গোলে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। পেন্ডির পাস বজ্জ পেয়ে রাফিনিয়ান নেওয়া প্রথম শট ঠেকিয়ে দেন সমের। তবে ফিরতি বল আবার পেয়ে যান ব্রাজিলিয়ান তারকা, এবার জোরাল শটে দূরের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে নাটকীয়ভাবে ৩-৩ সমতা ফেরায় ইন্টার। রক্ষণের দুর্বলতায় গোলাট হজম করে বার্সেলোনা। বজ্জের বাইরে বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হন তাদের এক ডিফেন্ডার। ডান দিক থেকে ডামক্রিসের পাসে কাছ থেকে জালে পাঠান ফ্রান্সেসকো আর্চেবি। অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো লড়াইয়ে ম্যাচের ১৯তম মিনিটে ইন্টারকে ৪-৩ গোলে এগিয়ে নেন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা ফ্রান্সেসি। বজ্জ মেহদি তারেমির পাসে বাঁ পারের শটে দূরের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান এই মিডফিল্ডার। ১০৭তম মিনিটে সুযোগ পান রবেস্ত লেভানডফস্কি। বাইলাইনের কাছ থেকে ইয়ামালের ক্রুসে লাকিয়ে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ১১তম মিনিটে বদলি নামা পোলিশ স্ট্রাইকার। তিন মিনিট পর ফ্রান্সেসি শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন স্ট্যানালি। ১১৪তম মিনিটে ইয়ামাল গোল পেয়েই যাচ্ছিলেন প্রায়। ডান দিক দিয়ে বজ্জ চুকে তার জোরাল শট সমেরের হাত ছুঁয়ে বাইরে দিয়ে যায়। দুই মিনিট পর স্প্যানিশ ফরোয়ার্ডের আরেকটি শট ঠেকান সুইস গোলরক্ষক। শেষ পর্যন্ত মরিয়া চেষ্টা চালিয়েও পারেনি বার্সেলোনা। এই হারে মরসুমে বার্সেলোনার ট্রেল জয়ের সম্ভাবনারও ইতি ঘটল। সম্প্রতি ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে কোপা দেল রেয় শিরোপা জয়ী কাঁতালা রেফারি। তবে বজ্জের শীর্ষে আছে, রেয়ালের চেয়ে চার পয়েন্টে এগিয়ে। আগামী শনিবার মুখোমুখি হবে এই দুই দল।